Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোহানা চৌধুরী

রোলঃ 23090121722

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোহানা চৌধুরী

রোলঃ 23090121722

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সোহানা চৌধুরী, আইডিঃ 23090121722 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sohana Chowdhury

(স্বাক্ষর)

সোহানা চৌধুরী

আইডিঃ 23090121722

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

পর্দা নিয়ে পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাবদানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য 6

ইসলামে পর্দার পরিচয়, হুকুম, এবং ব্যাখা 6

নারীর পর্দার পোশাকের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য 8

নারীদের পর্দার মৌলিক নীতিমালা 11

পর্দার আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট 11

আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী পর্দার গুরুত্ব 15

বর্তমান যুগে হিজাবের আবশ্যকতা 16

পর্দা নিয়ে পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার আদ্যপান্ত এবং জবাব 16

পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক বলে প্রচার করা পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব দেয়া অপরিহার্য কেন? 26

পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে চালানো পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার কুফল তথা পর্দাহীনতার কুফল 31

পর্দা নিয়ে পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে মুসলিমদের করণীয় কি? 34

বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর পর্দা এবং পশ্চিমা সমাজে ঐতিহাসিকভাবে নারীর অবস্থান 36

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ কোনটি অধিক প্রাধান্য দিয়েছে — পর্দা নাকি পোশাকহীনতা? ... 41

পর্দা এবং নারীর মর্যাদা বিষয়ে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্নতা 45

কেন বর্তমানের মুসলিম নারীরাও পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক মনে করে? 50

উপসংহার 53

তথ্যসূত্র 53

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত এবং সালাম নবিজী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহানাগণ, এবং পরিবারবর্গের উপর।

প্রতিটি মানুষের জীবনে পোশাক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইসলামের অন্য সকল বিষয়ের মত মুমিনের পোশাক সম্পর্কেও এসেছে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আল্লাহর পক্ষ থেকে। ১৪০০ বছর ধরে মুসলিম নারীগণ আল্লাহর দেয়া পর্দার বিধান খুশিমনে পালন করে এসেছেন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হতে নারী স্বাধীনতা এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের মুখে মুসলিম নারীদের পর্দার পোশাককে নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে প্রচার করা শুরু হয় পশ্চিমা মিডিয়া এবং প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্বদের দ্বারা।

অথচ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্দা কোনো দমন বা বঞ্চনার প্রতীক নয়, বরং এটি নারীকে সমাজে মর্যাদা, সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়ার এক মহান বিধান। পর্দা নারীকে তার নিজস্ব অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে সহায়তা করে, এবং তাকে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের বস্তু নয়—বরং জ্ঞান, চরিত্র ও নৈতিকতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামী সমাজে পর্দা নারীকে অশালীনতা, যৌন শোষণ ও সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে, তাকে সম্মানিত ও নিরাপদ জীবনযাপনের সুযোগ দেয়।

এই থিসিসে পর্দার প্রকৃত ধারণা, এর ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, এবং আধুনিক পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হবে। আমাদের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় থাকবে পর্দার আয়াতসমূহ ও হাদিসমালার ব্যাখ্যা, ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা, এবং আধুনিক সমাজে পর্দার প্রয়োজনীয়তা। একই সঙ্গে দেখানো হবে, কীভাবে পশ্চিমা মিডিয়া ও একাংশের নারীবাদী তত্ত্ব ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং মুসলিম নারীকে তার ধর্মীয় পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

অতএব, এই গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্দার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা নয়; বরং পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ধারণার যুক্তিনির্ভর জবাব প্রদান, এবং মুসলিম নারীকে তার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

পর্দা নিয়ে পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাবদানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য

বর্তমান যুগে পশ্চিমা প্রচারণায় পর্দাকে নিপীড়ন (Oppression) হিসেবে তুলে ধরা মুসলিম তরুণীদের মধ্যে পরিচয় সংকট ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমা মিডিয়া ও একাংশের নারীবাদী চিন্তাধারা পর্দাকে নারীর স্বাধীনতার অন্তরায়, জোর করে চাপিয়ে দেয়া নিয়ম, এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি নিয়ন্ত্রণমূলক রীতি হিসেবে উপস্থাপন করে।

কিন্তু বাস্তবে, মুসলিম সমাজে পর্দা নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার প্রতীক। তাই মুসলিমদের পর্দার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা, যাতে মুসলিম নারী নিজ পরিচয়ের প্রতি গর্ববোধ করতে পারে এবং পশ্চিমা ভুল ব্যাখ্যার জবাব যুক্তিনির্ভরভাবে দিতে পারে।

ইসলামে পর্দার পরিচয়, হুকুম, এবং ব্যাখা

পর্দার আভিধানিক ও পরিভাষিক অর্থ

শরীয়াতে পর্দার জন্য ব্যাবহৃত আরবি শব্দটি হলো 'হিজাব' (حجاب)। এটি আভিধানিকভাবে আড়াল, প্রতিবন্ধক বা আবরণ বোঝায়।

শরঈ পরিভাষায়, মুসলিম নারীর জন্য নন-মাহরাম পুরুষদের থেকে নিজকে আবৃত রাখার বিধানকে 'পর্দা' বলা হয়। এটি কেবল পোশাকই নয়, বরং আচরণ, কথাবার্তা ও দৃষ্টির সামগ্রিক সংযম।

আল কুরআনে পর্দা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পোশাককে মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

وَا للهُ جَعَلَ لَـكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَـكُمْ مِّنَ الْجِبَا لِ اَكْنَا نًا وَّجَعَلَ لَـكُمْ سَرَا بِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَـرَّ
وَسَرَا بِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ

"আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট বস্তু দ্বারা তোমাদের জন্য ছায়া দিয়েছেন, পর্বতমালায় তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল দিয়েছেন, তোমাদের জন্য পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তোমাদেরকে বর্ম দিয়েছেন, যা যুদ্ধের সময় তোমাদের রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।" - সুরা আন-নাহল (১৬:৮১)

নবীজী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের জন্য পর্দা বিষয়ক সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে আল কুরআনে। আল্লাহ বলেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"মুমিন পুরুষদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশি পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" - সূরা আন-নূর (২৪:৩০)

পরের আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَا رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَا نُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِ رْبَةِ مِنَ الرِّجَا لِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَ رْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়।

তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" - সুরা আন-নূর (২৪:৩১)

উক্ত আয়াতদুটি হতে নারী এবং পুরুষের পর্দার হুকুম জানা যায়। নারীদের পর্দার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্যনীয়:

- পর্দার ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হলো দৃষ্টি সংযত করা।
- লজ্জাস্থানের হিফাজত করা এবং শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা পর্দার অংশ।
- নারীদের জন্য সৌন্দর্য প্রদর্শন নিষেধ। উক্ত আয়াতে 'জিনাত' বলতে শরীরের সৌন্দর্য ও অলংকার উভয়ই বোঝায়।
- খিমার (ওড়না) বক্ষে ফেলার নির্দেশ যা দ্বারা মাথার চুল, কান, গলা ও বুক ঢাকা বুঝায়।
- নারীর পর্দা ফরজ নয় অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য যেমন, স্বামী, নিকটাত্মীয় (মাহরাম), ইত্যাদি।

এছাড়াও পর্দা সম্পর্কিত অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَا جِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَا نَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাব (বাহ্যিক বড় চাদর) নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" - সূরা আল-আহযাব (৩৩:৫৯)
এই আয়াতে আল্লাহ নারীদের পর্দার কাপড় বুঝাতে 'জিলবাব' শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। উৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে এটি বড় চাদর বুঝালেও, ব্যাপক অর্থে জিলবাব মানে ঢিলেঢালা বাহ্যিক পোশাক (যেমন বোরকা/আবায়া) বোঝায় যা সমস্ত শরীর ঢেকে রাখে।

নারীর পর্দার পোশাকের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য

আল কুরআন ছাড়াও অসংখ্য হাদিসে নারী পুরুষের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই দুই উৎস হতে পাওয়া নারীদের পর্দার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো এই অংশে আলোচনা করা হল। এই অংশের বেশিরভাগ তথ্য ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা' বই থেকে নেওয়া হয়েছে:

১. নারী পুরুষের পোশাক এক হওয়া যাবেনা।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ
وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“যে পুরুষ মহিলাদের মত বা মহিলাদের পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করে এবং যে নারী পুরুষদের মত বা পুরুষদের পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।” হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬০; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৫; হাইসামী, মাওয়ারিদ যামআন ৪/৪৫০)
অর্থাৎ, নারী পুরুষের কাপড়ের ডিজাইন, নির্দিষ্ট কাপড়ের ব্যাবহার, রঙ, কাপড় পরার ঢং, এমনকি সাজসজ্জা ও চালচলন, ইত্যাদি এক হওয়া যাবেনা।

২. অহংকার প্রকাশ হয় এমন এবং মানুষের প্রশংসা প্রসিদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পোশাক পরা যাবেনা।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুলাহ এ বলেছেন:

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثَوْبًا مِثْلَهُ ثَوْبَ مَذَلَّ [ثُمَّ تُلْهَبُ فِيْهِ النَّارُ

“যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির (দৃষ্টি আকর্ষণকারী) পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবেন এবং তাতে (জাহান্নামের) অগ্নি সংযোগ করবেন ।” হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য । (আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৯২; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/১৫১; আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ ৩/২০০, ২০১; সহীহুল জামি ২/১১১৩)
অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

أَن النَّبِيَّ نَهَى عَن الشُّهْرَتَين أَن يَلْبِس الثِّيَابَ الْحَسَنَةَ الَّتِي يُنظَرُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَوْ الدَّنِيَّة أو الرَّبَّة يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيْهَا

"নবীজী (সা.) দু প্রকারে প্রসিদ্ধি থেকে নিষেধ করেছেন: এত সুন্দর পোশাক যে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এত নিমানের বা জরাজীর্ণ যে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।" (ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৯৩; বুসীরী, যাওয়াইদু ইবনি মাজাহ, পৃ: ৪৬৯; আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ, পৃ: ২৯৫)।

৩. অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরা যাবেনা।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন:

هُوَ مِنْهُمْ منْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُ

"যদি কেউ কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ (imitate) করে, তবে সে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।" হাদীসটি সহীহ। (আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪৪; আলবানী, সহীহুল জামি— ২/১০৫৯, নং ৬১৪৯)।

এছাড়াও অন্য বিভিন্ন হাদিসে রাসুল (সা.) পোশাকের রঙে, ফ্যাশনে, দাড়ি-গোফ, চুলের ছাঁটে, পাজামা, জুতা, ইত্যাদি ব্যাপারে বিধর্মীদের অনুকরণ নিষেধ করেছে।

৪. নারীর সতর

শরীরের যেসকল অংশ আবৃত করা আবশ্যক, সেটিই সতর। নারীর সতর নিয়ে চার মাজহাবের ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَـهَا الشَّيْطَانُ

"নারী 'আউরাত' বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ; কাজেই সে যখন বের হয় তখন শয়তান তাকে অভ্যর্থনা করে ।" হাদীসটির সনদ সহীহ। (তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪৭৬; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৩/১৩; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/৪১২-৪১৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩৫, ৪/৩১৪)।

অন্যদিকে, সূরা নুরের ৩১ নং আয়াতে 'যা এমনিতেই প্রকাশিত হয়' এমন সৌন্দর্য বলতে মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় বুঝানো হয়েছে বলে কিছু সাহাবী মত দেন।

তাবিয়ী জাবির ইবনু যাইদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন:

وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ ....قَالَ :اَلْكَفُ وَرَقْعَةُ الْوَجْهِ

"যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না" প্রকাশ থাকে: "করতল ও মুখমণ্ডল ।" হাদীসটির সনদ সহীহ। (ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৩/৫৪৬; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৫৯-৬০)।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম মালিক (রাহ), ইমাম শাফিয়ী, ইমাম তাবারী (রাহ) ও অন্যান্য ফকীহ ও ইমাম প্রথম মত গ্রহণ করেছেন । তাঁরা বলেন, মুসলিম মহিলা তার মুখ ও হাত

অনাবৃত রাখতে পারবেন, তবে তা ঢেকে রাখা উত্তম । তাদের মতে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সর্বাবস্থায় মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখাই সুন্নাত ও উত্তম, তবে তা ফরয নয়।

ইমাম আহমদ থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। (মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মাবসূত ৩/৫৬-৬৭; তাবারী, জামিউল বাইয়ান ১৮/১১৭-১২০; সারাখসী, আল-মাবসূত ১০/১৪৫-১৫৪; কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ৫/১১৮-১২৫; কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন)।

পরিশেষে বলা যায়, নন-মাহরামদের সামনে নারীর সম্পুর্ণ শরীর (চোখ ছাড়া) ঢেকে রাখা উত্তম। মুখমণ্ডল এবং হাত নারীর সতরের অন্তর্ভুক্ত কিনা এই নিয়ে সাহাবাদের যুগ থেকেই মতভিন্নতা দেখা যায়।

৫. স্বচ্ছ/পাতলা পোশাক না পরা

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আলকামা (রঃ) এর আম্মা বলেন-

دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَلَىٰ حَفْصَةَ خِمَارٌ رِقِيْقَ)يشف عَنْ جَيْبِهَا فَشَقَتْهُ عَائِشَةُ عَلَيْهَا وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيْفًا.

"(আয়েশা (রা.) এর ভাতিজী) হাফসা বিনত আব্দুর রাহমান আয়েশা (রা) এর গৃহে প্রবেশ করে । হাফসার মাথায় একটি পাতলা ওড়না ছিল, যার নিচে থেকে তার গ্রীবাদেশ দেখা যাচ্ছিল। আয়েশা (রা.) ওড়নাটি ছিড়ে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা কাপড়ের ওড়না পরিধান করতে দেন ।" বর্ণনাটির সনদ অন্যান্য বর্ণনার আলোকে গ্রহণযোগ্য। (মালিক, আল-মুআত্তা ২/৯১৩; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/৭১-৭২; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১২৬)।

অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণনায়ও গায়ের রং এবং শরীরের আকৃতি বুঝা যায় এমন কাপড় পরিধানে নিষেধাজ্ঞা দেখা যায়।

৬. সুগন্ধি ব্যাবহার না করা

নারীদের জন্য পোশাকে বা শরীরে সুগন্ধি ব্যাবহার করে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

أيما امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ أَيُّمَا
لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"যদি কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, যেন মানুষেরা তার সুগন্ধ অনুভব করে, তবে সেই মহিলা ব্যভিচারিণী ।" হাদীসটির সনদ সহীহ । (তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১০৬; নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৫৩; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪৩০; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১৩৭-১৩৮)।

৭. নন-মাহরামদের সাথে একাকী না থাকা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন-

أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"যখনই কোনো পুরুষ নারীর সাথে একাকী হয় তখনই তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান তাদের সঙ্গী হয় ।" হাদীসটির সনদ সহীহ। (হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/১৯৯; তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪৭৪, ৪/৪৬৫)

অন্য হাদিসে তিনি মাহরাম নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতি ছাড়া কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একান্তে বা একা থাকতে নিষেধ করেছেন। (1)

নারীদের পর্দার মৌলিক নীতিমালা

পবিত্র কুরআন এবং বিভিন্ন হাদিস হতে সামগ্রিকভাবে নারীদের পর্দার নিম্নে উল্লেখিত নীতিমালাগুলো পাওয়া যায়:

ক) পোশাক সংক্রান্ত:

১. সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা (চেহারা ও হাত ঢাকা নিয়ে চার মাজহাবের ইমামদের মধ্যে ভিন্নমত আছে)

২. পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে, যা শরীরের আকৃতি প্রকাশ না করে।

৩. পোশাক স্বচ্ছ না হওয়া।

৪. পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য না থাকা।

৫. কাফিরদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোশাক না হওয়া।

৬. সেজেগুজে, সুগন্ধি ব্যাবহার করে ঘর থেকে বের না হওয়া।

৭. অত্যধিক দৃষ্টি আকর্ষক না হওয়া।

খ) আচরণ ও কথাবার্তা:

১. আকর্ষণীয়ভাবে নন-মাহরামদের সাথে কথা না বলা। নম্র ও গম্ভীর আচরণ।

২.অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে না যাওয়া।

৩.নন-মাহরাম পুরুষের সাথে একান্তে সাক্ষাত না করা।

৪.দৃষ্টি নত রাখা।

পর্দার আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট

পর্দার আয়াতগুলো ক্রমিকভাবে নাজিল হয়েছে, যা ইসলামী বিধান প্রণয়নের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (তাদরিজ) নির্দেশ করে। পর্দার হুকুম প্রথমে নবীপরিবারের জন্য বিশেষ নির্দেশ হিসেবে দেয়া হলেও, পরবর্তীতে তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানে রূপ নেয়। প্রতিটি বিধানের পেছনে ছিল বাস্তব সমস্যা এবং তার স্থায়ী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধান।

১. সূরা আল-আহযাবের আয়াত (৩৩:৫৩) - 'হিজাব' এর সূচনা

এই আয়াতটি নাজিল হয় নবীজি (সা.)-এর বিয়ের অনুষ্ঠানের ঘটনায়। নবীজি (সা.) হযরত যায়নাব বিনত জাহশ (রা.)-কে বিয়ে করেন। কিছু সাহাবি দাওয়াত শেষে দীর্ঘক্ষণ বসে আলাপ করছিলেন, যার কারণে নবীজি (সা.) অস্বস্তি বোধ করেন। এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় দেয়ার নির্দেশ আসে।

আল্লাহ বলেন:

...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

"আর তোমরা যখন নবীপত্নীদের কাছে কোনো জিনিস চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে..."

এটি ছিল প্রথম বিধান যা সরাসরি নবীপরিবারের জন্য 'হিজাব' বা পর্দার প্রবর্তন করে। প্রাথমিকভাবে এটি উম্মুল মুমিনীন (নবীপত্নীদের) জন্য বিশেষ নির্দেশ ছিল, যা পরবর্তীতে সাধারণ মুমিন নারীদের জন্য সম্প্রসারিত হয়। এই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল নবীপরিবারের গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা এবং তাদের সাথে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া।

২. সূরা আল-আহযাবের আয়াত (৩৩:৫৯) - জিলবাব পরিধানের নির্দেশ

মদিনায় কিছু অসচ্চরিত্র ব্যক্তি রাত্রিবেলা মুসলিম নারীদেরকে উত্যক্ত করত। বিশেষ করে যখন তারা রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বের হতেন, তখন তারা তাদেরকে দাসী ভেবে বিরক্ত করত। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আয়াত নাজিল হয়।

আল্লাহ বলেন,

...يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

"হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাব নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়..."

জিলবাব (কাপড়ের উপরে পরার চাদর) পরিধানের মাধ্যমে মুসলিম নারীদেরকে সম্মানিত নারী হিসেবে সনাক্তকরণ সহজ হয়। এটি তাদেরকে উত্যক্তকরণ ও অনিষ্টতা থেকে সুরক্ষা দেয়ার একটি বাস্তবমুখী সমাধান। এই আয়াত থেকে সাধারণ সকল মুমিন নারী পর্দার বিধানের আওতায় আসেন।

৩. সূরা আন-নূরের আয়াত (২৪:৩০-৩১) - পূর্ণাঙ্গ পর্দার বিধান

এই আয়াতদ্বয় নাজিলের সাথে সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)-এর ভগ্নিপতি সা'দ বিন হুজাইফা একদল সাহাবির সাথে বসেছিলেন। তাদের মধ্য দিয়ে একজন সুন্দরী মহিলা অতিক্রম করলে সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতে সা'দ অসন্তুষ্ট হন এবং বিষয়টি নবীজি (সা.)-কে জানান। তখন দৃষ্টি নত রাখার এই আয়াত নাজিল হয়।

সুরা নূরের আয়াত ৩০-৩১ এ আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টি সংযত করা, লজ্জাস্থানের হিফাজত করা, এবং নারীদের জন্য খিমার (ওড়না) বক্ষদেশে ফেলা-এর বিস্তারিত নির্দেশ আসে। এটি

সর্বসাধারণের জন্য পূর্ণাঙ্গ পর্দার বিধান। এখানে খিমার (মাথার কাপড়) শব্দটি ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, নারীরা ইতিপূর্বে মাথা ঢাকতেন, কিন্তু গলা, বুক ও কান ঢাকতেন না। নতুন নির্দেশে তা সম্প্রসারিত করা হয়।

৪. সূরা আল-আহযাবের আয়াত (৩৩:৩৩) - বাড়িতে অবস্থান

এই আয়াতটি বিশেষভাবে নবীপত্নীদের জন্য নাজিল হয়। মদিনার কিছু মুনাফিক ও অসৎ ব্যক্তি নবীপত্নীদের ব্যাপারে কুচিন্তা ও অপপ্রচার করত। তাদেরকে এই সকল ঝামেলা ও অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করতেই এই নির্দেশ আসে।

আল্লাহ বলেন,

...وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-ইসলামী যুগের মতো সাজসজ্জা প্রদর্শন করবে না..."

সামগ্রিকভাবে এটি সকল মুমিন নারীর জন্য অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে না যাওয়া এবং বেপর্দা আচরণ পরিহার করার শিক্ষা দেয়।

সমগ্র মানবজাতির জন্য পর্দার গুরুত্ব

ইসলামে পর্দার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের ৭ টি পর্দার আয়াত নাজিল করেছেন এবং হাদীসের অন্তত ৭০ টি বর্ণনায় পর্দার কথা এসেছে। এত অধিক সং্খ্যক বর্ননা ইসলামে পর্দার অসীম গুরুত্বের সাক্ষ্য দেয়। নিম্নলিখিত কারণসমূহের কারণে ইসলামে পর্দার বিধানের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়:

১. পর্দা ঈমানের রক্ষাকবচ

পর্দা শুধুমাত্র পরিধেয় বস্ত্র নয়, বরং এটি মুসলিমদের ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও বটে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

".أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“ঈমানের সত্তরাধিক শাখা রয়েছে, এবং লজ্জাশীলতা (হায়া) ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।” ((সহীহ বুখারী, ৯)

অর্থাৎ, হায়া বা লজ্জাশীলতা না থাকলে ঈমানও দুর্বল হয়ে যায়; তাই, নিজেদের ঈমান রক্ষা করতে পর্দা আবশ্যক।

তিনি আরো বলেন,

".الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر"

“লজ্জা ও ঈমান একসাথে থাকে; যখন একটিকে তুলে নেওয়া হয়, অন্যটিও তুলে নেওয়া হয়।” (সহিহ আল-হাকিম, হাদীস: ৫৮)

অর্থাৎ, যেখানে লজ্জাশীলতা ও পর্দাহীনতা হারিয়ে যায়, সেখানে ঈমানও দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. দৃষ্টি এবং অন্তরের পবিত্রতা

সুরা নূর এবং সুরা আহযাবে নাজিল হওয়া পর্দার আয়াতে আল্লাহ হারাম দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ করেছেন (চোখের পর্দা) এবং এটিকে পবিত্রতা আদায়ের উপায় বলেছেন।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, বর্তমান সময়ে অশ্লীলতার প্রসারের সাথে হারাম দৃষ্টিপাতের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত —

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ."

“দৃষ্টি হলো শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা ত্যাগ করে, আমি তার অন্তরে এমন ঈমান দান করি যার মিষ্টতা সে অনুভব করে।” (মুসনাদে আহমাদ, ১৭৯৫০)

৩. মুসলিম নারীদের সম্মানিতা হিসেবে চিহ্নিতকরণ

সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পর্দা মুমিন নারীদের 'চেনার' ও 'সম্মানিত নারী' হিসেবে পরিচিত করার উপায়। পর্দার উদ্দেশ্য হলো তারা যেন অন্যদের থেকে আলাদা মর্যাদাপূর্ণভাবে চিহ্নিত হয় এবং কেউ তাদের অবমাননা করতে না পারে।

তাফসিরে ইবনে কাসীরে আছে, “এই আয়াতে বলা হয়েছে, জিলবাব পরিধান নারীর মর্যাদারই প্রতীক, যাতে সে চরিত্রবান ও মুসলিমা হিসেবে পরিচিত হয় এবং তাকে পথভ্রষ্টরা বিরক্ত না করে।” (তাফসিরে ইবনে কাসীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা)

৪. নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ

সূরা আন-নূরে (আয়াত ৩০–৩১) আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য দৃষ্টি ও আচরণে সংযমের নির্দেশ দেন, যা পর্দা বা হিজাবের মূল আত্মা। এটি অশ্লীলতা, ব্যভিচার, এবং অবাধ মেলামেশার প্রথম প্রতিরোধ।

এছাড়াও, সূরা আহযাবের ৩৩ নয় আয়াতে আল্লাহ নারীর কোমলভাবে কথা বলা নিষেধের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন ইসলাম শুধু পোশাকের নয়, বাচনভঙ্গি ও সামাজিক মেলামেশার শালীনতাকেও পর্দার অংশ হিসেবে দেখেছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

“আমি আমার পর কোনো ফিতনা (পরীক্ষা) এমন দেখি না যা পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর।” (সহিহ বুখারী, ৫০৯৬)

এ থেকে বোঝা যায় নারীরা পুরুষদের জন্য ফিতনাহ, যা সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ এবং যার প্রতিরোধে হিজাব ও শালীনতা অপরিহার্য।

ইমাম আল-গাযালী (রহ.) বলেন,

“পর্দা শুধু পোশাক নয়; এটি হৃদয় ও আচরণের শুদ্ধতা। পর্দা সমাজে অশ্লীলতার আগুন নেভায়।” (ইহইয়াহ উলুম আল-দ্বীন, ২য় খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা)
ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, “যেখানে নারী-পুরুষের মেলামেশা অবাধ, সেখানে ফিতনা অবশ্যম্ভাবী। পর্দা এই ফিতনা থেকে রক্ষার প্রাচীর।” (মাজমু' ফতোয়া, ২২ খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)

আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী পর্দার গুরুত্ব

১. মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি (Psychological Well-Being)

পর্দাশীল নারীদের সর্বদা তার শরীর, চেহারা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করতে হয়না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দেখায় যে নারীদের শরীরের ওপর অতিমাত্রায় ফোকাস (sexualization/objectification) মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
এটি নারীকে নিজের শরীর নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগা (Body-Image Issue), আত্ম-অবমূল্যায়ন (Self-Deprecation) , মনোবৈকল্য (Depression) ইত্যাদি বাড়ে। (2)
পর্দা ও শালীনতা এই ধরনের বাইরের চাপ কমাতে পারে এবং আত্মসম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

২. নারীর সম্মান রক্ষিত হয়

পর্দাহীনতা নারীর সামাজিক অবস্থানকে নিচে নিয়ে যায়। যার ফলে পুরুষ নারীকে সম্মানের চোখে দেখার পরিবর্তে কামনার বস্তু হিসেবে দেখে। এভাবেই সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।
নারীদের সম্মানিতা হিসেবে দেখার পরিবর্তে তাদের শুধুমাত্র (কামনার) বস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা (Objectification) পর্দাহীনতা থেকে আসে। গবেষণায় দেখা যায় পর্দাহীন নারীরা পর্দাশীল নারীদের তুলনার অধিক অব্জেক্টিফিকশেন এর শিকার হন। (3)

৩. সামাজিক শালীনতা ও নারী-পুরুষে পারস্পরিক সম্মান (Mutual Respect) বৃদ্ধি

পর্দা নারীদের পুরুষদের কুনজর থেকে রক্ষা করে এবং পর্দাহীনতা সর্বত্র অশালীন পরিবেশ সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে। একটি গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৭৭.২% স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে অশালীন জিনিসের সংস্পর্শে আসার কথা স্বীকার করে। (4).
ক্রমাগত অশ্লীলতার সংস্পর্শে আসা এসব ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে লজ্জা এবং বিপরীত লিংগের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, যা পরবর্তীতে গোপন পাপ এবং সহিংসতার দিকে ধাবিত করে।

বর্তমান যুগে হিজাবের আবশ্যকতা

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে খুব ছোট বয়স থেকেই ছেলে মেয়েরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্দাহীন নারী-পুরুষের ছবি, ভিডিও, নাটক সিনেমা, গান, ইত্যাদি দেখে আসছে যা পর্দাহীনতাকে তাদের চোখে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করছে। এছাড়াও বর্তমান সময়ের আরো উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যালেঞ্জ হলো:

ডিজিটাল যুগে শারীরিক-যৌনীকরণের (Sexualization) বিস্তার

সোশ্যাল মিডিয়া ও ভিজুয়াল সংস্কৃতিতে নারীর শরীরকে পণ্য হিসেবে প্রদর্শনের প্রবণতা বেড়েছে। ফেইসবুক, টিকটক, ইন্সটাগ্রামে অশ্লীল কন্টেন্ট নিয়ে অসং্খ্য গবেষণা রয়েছে। পূর্বোল্লিখত গবেষণাপত্রগুলোয় আমরা দেখতে পাই কিভাবে ছোট বয়স থেকে মেয়েদের মধ্যে এগুলো অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা যায়। এগুলো প্রতিরোধ করতে বর্তমান সমাজে হিজাবের কোন বিকল্প নেই।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় রক্ষার প্রয়োজন

যুগে যুগে প্রায় সব ধর্ম এবং সংস্কৃতি শালীন পোশাককে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। অথচ পশ্চিমা মিডিয়া এবং বিনোদন জগতের ভয়ালো থাবায় বর্তমানে যে নারী যত কম পোশাক পরতে পারে, তাকেই তত আধুনিক হিসেবে প্রচার করা হয়।

অন্যদিকে মুসলিম নারীদের জন্য পর্দা ও হিজাব তাদের আত্মপরিচয় ও ধর্মীয় অনুশাসন ধরে রাখার শক্ত একটি চিহ্ন। তাই, মুসলিম নারীদের স্বকীয়তা এবং হায়া বজায় রাখতে পর্দাকে নারীর ব্যক্তিগত গর্ব ও সামাজিক বুদ্ধিমত্তার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

যৌন অপরাধের ব্যাপক বিস্তার

নারীদের পোশাক যতই অশালীন হয়েছে, নারীর প্রতি যৌন অপরাধের পরিমাণ তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। বর্তমান সময়ে বেড়ে যাওয়া এসব অপরাধের মধ্যে রয়েছে ইভ টিজিং, ধর্ষণ, বিকৃত শারীরিক আঘাত, এমনকি মৃত্যু। এসব অপরাধ শক্ত হাতে দমনের পাশাপাশি পর্দার বিস্তার এবং নারী পুরুষের ইসলামি শিক্ষা আবশ্যক।

পর্দা নিয়ে পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার আদ্যপান্ত এবং জবাব

এই অংশে আমরা পর্দার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের চালানো প্রোপাগাণ্ডাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং তার উপযুক্ত জবাব দেব।

প্রোপাগাণ্ডা ১: পর্দা নারী স্বাধীনতার অন্তরায়

পর্দার বিরুদ্ধে সবথেকে বড় যে অভিযোগ আনে পশ্চিমারা তা হলো পর্দা নারী স্বাধীনতার অন্তরায়। পর্দা নারীদের নিজ ইচ্ছামত পোশাক পরতে বাধা দেয় এবং শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে আবদ্ধ করে রাখে। এটি নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির অন্তরায়।

জবাব:

- পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে নারীর পরিপূর্ণ পর্দা শুধুমাত্র নন-মাহরাম পুরুষদের সামনেই। এর বাইরে নারী তার নিজস্ব বাড়িতে, অন্য মহিলাদের সামনে, নিজের মাহরামদের সামনে চাইলেই পরিপূর্ণ পর্দা ছাড়া নিজ ইচ্ছামত শালীন পোশাকে থাকতে পারে।

আর আমরা যদি জনসাধারণের মাঝে নারীদের পোশাকের কথাই বলি, খোদ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটেই নারী পুরুষের সম্পূর্ণ নগ্নতা বা অশ্লীল অংশ প্রদর্শন (Nudity/Indecent Exposure) নিষিদ্ধ।(5). এছাড়াও, এরূপ অশ্লীল ম্যাগাজিন, লিফটলেট, ইত্যাদি প্রকাশ্যে বিলি করাও নিষিদ্ধ। (6)

- অর্থাৎ, আমেরিকাতেও চাইলেই নারী পুরুষ তাদের গোপনাঙ্গ উন্মুক্ত করে এমন পোশাক 'ব্যাক্তি স্বাধীনতা'র দোহাই দিয়ে পরতে পারেনা। একইভাবে, স্কুলে, অফিসে, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেও তাদের নির্দিষ্ট 'ড্রেস কোড' থাকে। আমরা চাইলেই আমাদের স্বাধীনতা প্রদর্শন করে যা ইচ্ছে তাই পরে এসব স্থানে উপস্থিত হতে পারিনা। যেখানে আমরা মানুষ প্রদত্ত নিয়ম মানতে বাধ্য, সেখানে আল্লাহর পর্দার বিধান নিয়ে প্রশ্ন কিভাবে তুলি!
- মুসলিম মাত্রই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। একজন মুসলিম কখনোই চাইলেই নিজের খেয়াল খুশিমত যা খুশি পরতে বা করতে পারেনা। স্বয়ং আল্লাহ মুসলিমদের প্রতিটি বিষয় স্বকীয়ভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই, পোশাকের ক্ষেত্রেও আমরা স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়মের বাইরে যেতে পারিনা। পশ্চিমা বিশ্ব স্বাধীনতা চর্চা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আজ সম্পুর্ণ পোশাকহীনতাকেও স্বাভাবিক করে ফেলেছে। অথচ যুগে যুগে মানুষ শালীনতাকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে।

প্রোপাগান্ডা ২: মুসলিম নারীদের জোর-জুলুমপূর্বক পর্দাপ্রথা মানতে বাধ্য করা হয়

পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, কোন নারী কখনো নিজ থেকে পর্দা করার কথা ভাবতেই পারেনা! বরং তাদের বাড়ির পুরুষেরা, পরিবার, সমাজ, ইত্যাদি জোরপূর্বক পর্দা করতে বাধ্য করে।

জবাব:

- অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় দেখা যায়, ২৫টির অধিক মুসলিম দেশে নারীরা নিজ ইচ্ছায় হিজাব পরা পছন্দ করে (Choose)। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে মুসলিম নারীরা তাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা (Identity) বজায় রাখতেই এটি করে থাকে। (7)
- এছাড়াও, এই গবেষণা থেকে আরো জানা যায়, যেসব নারীরা অধিক ধার্মিক, তারাই পর্দা পালনে অধিক আগ্রহী। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে বাস্তবে মুমিনা নারীরা নিজেই পর্দাপ্রথাকে বেছে নিচ্ছে এই সেক্যুলার সমাজে মুসলিম হিসেবে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য।

- আল্লাহ নারীর উপর পুরুষকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَی النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰہُ بَعۡضَہُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ وَّ بِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰہُ ؕ وَ الّٰتِیۡ تَخَافُوۡنَ نُشُوۡزَہُنَّ فَعِظُوۡہُنَّ وَ اہۡجُرُوۡہُنَّ فِی الۡمَضَاجِعِ وَ اضۡرِبُوۡہُنَّ ۚ فَاِنۡ اَطَعۡنَکُمۡ فَلَا تَبۡغُوۡا عَلَیۡہِنَّ سَبِیۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیۡرًا.

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেনে।

আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান।" - সূরা নিসা (৪:৩৪)

- অর্থাৎ, একজন পুরুষ চাইলে তার অধিনস্থ নারীদের (স্ত্রী, কন্যা, দাসী) পর্দা করতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু তা শারীরিক আঘাত করে নয়, বরং আদেশ উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর দেখানো উপায়ে, যা কোনভাবেই জুলুমের পর্যায়ে পরেনা।

প্রোপাগান্ডা ৩: সমাজে পর্দাপ্রথা পশ্চিমাদের মতে, নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি করে

যেসব নারীরা পর্দায় থাকে তাদের উপর তাদের ঘরের মানুষেরা (বিশেষ করে পুরুষেরা) অত্যধিক অত্যাচার করে। এছাড়াও, সমাজ ও ধর্ম তাদের সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের দাসী বানিয়ে রাখে।

জবাব:

- কুরআনের দৃষ্টিতে পর্দা নারীর নিরাপত্তার মাধ্যম এবং পর্দার উদ্দেশ্যই হলো নারীর চিহ্নিত মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রদান। সুরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পর্দার বিধান দিয়ে বলেন এটি মুসলিম নারীদের চিহ্নিত করবে যেন তারা উত্যক্ত না হয় (খারাপ লোকেদের দ্বারা)। তাফসিরে ইবনে কাসীরে আছে, এই আয়াতের অর্থ—জিলবাব পরলে বাজে লোকদের খারাপ উদ্দেশ্য থেকে নারীরা নিরাপদ থাকে। সুতরাং, এটি কুরআনের সরাসরি ঘোষণা যে হিজাব নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং পর্দার উদ্দেশ্য নারীর হয়রানি, ইভটিজিং, এবং সামাজিক সহিংসতা প্রতিরোধ।
- ২০২৫ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, যেসব দেশে সর্বোচ্চ ধর্ষণ হয়, তার মধ্যে প্রথম ৫ টিই অমুসলিম দেশ: ব্রাজিল, ফ্রান্স, মেক্সিকো, কলোম্বীয়া, জার্মানি। (8). সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমের পর্দাহীনতাই বরং নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য দায়ী।
- আমেরিকার মত দেশে, যেখানে বেশিরভাগ মানুষ খ্রিস্টান এবং নাস্তিক, ৮১% নারী যৌন নির্যাতনের শিকার। (9). একইভাবে সকল পশ্চিমা দেশে, যেগুলো পর্দাবিরোধী

এবং যেখানে নারীরা পর্দা করেনা, নারীদের প্রতি যৌন সহিংসতা অত্যধিক হারে দেখা যায়।

- World Health Organization (WHO) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, শিক্ষাহীনতা, পারিবারিক নির্যাতন, এন্টিসোশ্যিয়াল ব্যাবহার, মদ খাওয়া, ইত্যাদি নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ। এই তালিকায় কোথাও পর্দাপ্রথার কথা উল্লেখ নেই। (10).

প্রোপাগান্ডা ৪: পর্দা নারীশিক্ষার অন্তরায়

পর্দাশীল নারীরা অশিক্ষিত, কারণ ইসলাম তাদের ঘরের চার দেয়ালে আটকে রাখার কারণে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেত পারেনা।

জবাব:

- আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪)

- অর্থাৎ, মুসলিম নারী পুরুষের জন্য শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যকীয়। সীরাতে আমরা দেখি নবীজীর (সা.) কাছে নারী সাহাবিরা বিভিন্ন মাসায়েল শিখতে আসতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আয়িশা (রা.) সহ অন্যান্য নারী সাহাবীরা আরবের নারীদের কুরআন এবং হাদিস শিক্ষা দেন। সুতরাং, ইসলাম কখনোই নারী শিক্ষায় বাঁধা দেয়না।
- যুগে যুগে অসংখ্য মুসলিম নারী শিক্ষিত হয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি হাফসা রা. এর সাথে বসে ছিলেন। নবীজী (সা.) এলেন এবং বললেন, "কেন তুমি তাকে (আম্মাজানকে) রোগের চিকিৎসা শেখাচ্ছ না যেমন তাকে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছ?" (আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ)
- শাইখা আসমা বিনতে কামাল ছিলেন মুহাদ্দিসা মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। হানাফী মাযহাবের গ্রন্থ 'তুহফাতুল ফুকাহা' গ্রন্থে তিনি ইডিটর (Editor) ছিলেন। অর্থাৎ কোন ভুল থাকলে তা বের করতেন।
- শাইখ আকরাম নদভী তাঁর ৪০ খণ্ডের বিশ্বকোষে ৮০০০ জন নারী মুহাদ্দিসার (শিক্ষিকা) জীবনি সংকলন করেছেন। এত অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষকের অবস্থান ই প্রমাণ করে মুসলিম নারীরা শিক্ষা গ্রহণে কখনোই পিছিয়ে ছিল না।
- নারীর শিক্ষাগ্রহণ অপরিহার্য হলেও, ইসলামে সহশিক্ষা হারাম। জনপ্রিয় সালাফি ওয়েবসাইট islamqa.info এর ফতোয়া নং ১২৮৯৯৬ ও ১২০০ অনুযায়ী: The meeting together, mixing, "and intermingling of men and women in

one place, the crowding of them together, and the revealing and exposure of women to men are prohibited by the Law of Shariah."

- অর্থাৎ, নারী পুরুষের ফ্রি মিক্সিং তথা অবাধ মেলামেশা জায়েয নয়। সহশিক্ষার পরিবেশে এটি হয় বলে আলিমরা এটি নাজায়েজ বলেছেন।

প্রোপাগান্ডা ৫: পর্দা নারীবিদ্বেষের প্রতীক

ইসলামকে একটি নারীবিদ্বেষী ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করার জন্য পশ্চিমা সমাজের একটি জঘন্য দাবী হলো পর্দা মূলত নারীবিদ্বেষেরই ফল। তারা দাবী করে পর্দা নারীকে দমন করে, তার স্বাধীনতা সীমিত করে, এবং তাকে পুরুষের চেয়ে নিচু মর্যাদা দেয়।

জবাব:

- প্রথমত, আল্লাহ সূরা নূরের আয়াত ৩০-এ নারী পুরুষ উভয়ের জন্য দৃষ্টি হেফাজত তথা দৃষ্টির পর্দার বিধান দিয়েছেন। এছাড়াও, ইসলামে পুরুষদের জন্য ও নির্দিষ্ট সতর রয়েছে, যার পর্দা করা আবশ্যক। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুলাহ বলেন:

مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

“নাভির নিম্ন থেকে হাঁটু পর্যন্ত আওরাত/সতর।” (হাসান হাদিস, যাইলায়ী, আব্দুলাহ ইবনু ইউসূফ, নাসবুর রাইয়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া ১/২৯৬-২৯৭)

- এ থেকে বোঝা যায়, পর্দার বিধান শুধুই নারীবিদ্বেষের কারণে একমাত্র নারীদের উপর ই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন দাবি সত্য নয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরি যে, নারী ও পুরুষের সতর ভিন্ন এবং পর্দার হুকুমও ভিন্ন।
- আল্লাহ বলেন,

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِا لْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَ زْوَا جُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ

"নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ তাদের (মুমিনদের) মাতা।" - সূরা আল-আহযাব (৩৩:৬)

- এই আয়াতটি ইসলামে নবীপত্নীদের মর্যাদাকে চূড়ান্ত উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সমস্ত মুমিন নর-নারীর জন্য তারা মাতৃতুল্য, যাদের মর্যাদা নারীদের মধ্যে সবথেকে বেশি। সূরা আহযাবের-ই ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পর্দার বিধান সর্বপ্রথম নবীপত্নী এবং কন্যাদের দিয়েছেন।

সুতরাং, পর্দার বিধান শুরুতে তাদের জন্যই ছিলো যারা ইসলামে সর্বোচ্চ সম্মানিতা। পরে সাধারণ মুমিনাহ নারীদের যুক্ত করে তাদেরও সম্মানিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

- আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أَبُوكَ ". وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ.

এক লোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি বললো: অতঃপর কে? নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার মা।

সে বললো: অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো: অতঃপর কে? তিনি বললেন: অতঃপর তোমার বাবা। (সহিহ্‌ বুখারী, ৫৯৭১)

- এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, ইসলামে একজন মা, যিনি একজন নারী, এর মর্যাদা সর্বাধিক। তাই, যারা পর্দা এবং ইসলামকে নারীবিদ্বেষী ধর্ম হিসেবে দেখাতে চায়, তারা তা অজ্ঞতা বশতই করে থাকে।
- ড. বিলাল ফিলিপ্স তাঁর 'Purification of the Soul' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে পর্দা নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তাকে বস্তুবাদী (Materialistic) মূল্যায়নের ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে।
- শেইখ মুহাম্মাদ আল-গাজালি (রহ.) তাঁর রচনায় ব্যাখ্যা করেছেন যে পর্দার বিধান নারীকে 'পণ্য' হিসেবে প্রদর্শনী থেকে মুক্ত করে তার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তাকে সামাজিক বার্তালাপ ও কার্যকলাপ (Interaction)-এ প্রধান বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

প্রোপাগান্ডা ৬: পর্দা মুসলিম নারীদের কর্মসংস্থানে বাধা দেয়

পশ্চিমাদের দাবী পর্দা নারীদের চাকুরি করতে দেয়না এবং তাদের কর্মসংস্থান তথা অর্থ উপার্জনে বাঁধা দেয়। যার ফলে নারীরা প্রয়োজনে চাকুরি করতে পারেনা এবং তাদের মা-বাবা, পরিবারসহ না খেয়ে থাকতে হয়।

জবাব:

- সূরা আল আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ নারীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও এটি মূলত নবীপত্নীদের জন্য আদেশ ছিল, সকল মুমিনা নারীদের জন্য ও ঘরে থাকাই উত্তম।
- ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।" (সুনানে আবু দাউদ, ৫৬৭)

- অন্য হাদিসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নারী হল 'আওরাত' (অর্থাৎ, তার পুরুষদের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করা উচিত নয়), এবং সে যখন বাইরে যায়, শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার আশায় প্রলুব্ধ করে।

সে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় যখন সে তার ঘরের মধ্যে অবস্থান করে।" (ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুজাইমা বর্ণনা করেছেন; আলবানী 'আস-সিলসিলাহ আস-সহীহাহ'-তে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

- তাহলে নারীদের খাওয়া পরার দায়িত্ব কে নেবে? ইসলামে নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব তার মাহরামদের। প্রথমত তার বাবা, ভাই, চাচা, দাদা, ইত্যাদি। বিয়ের পর তার স্বামীর।

পূর্বে উল্লেখিত সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক, ঐ (বিশেষত্বের) কারণে, যার দ্বারা আল্লাহ তাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং ঐ সম্পদের কারণে, যা তারা ব্যয় করেছে।....."

- মাসিক আল কাউসার এর "নারীর নাফাকা ও পরিপোষণ : বিধান ও কল্যাণ" (11) শীর্ষক আর্টিকেলে এর ব্যাখায় বলা আছে: "এই আয়াতে 'পুরুষের ব্যয়কৃত সম্পদ' মানে স্ত্রীর মোহরানা, খোরপোষ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ, কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী যা বহন করা অবশ্যকর্তব্য। এ আয়াত প্রমাণ করে, স্ত্রীর নাফাকা ও খোরপোষ স্বামীর উপর ফরয। -তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৪৯২; আহকামুল কুরআন, জাসসাস ২/১৮৮"।
- এছাড়াও লেখক হাদিসের রেফারেন্স এনে বলেছেন: "হযরত জাবির রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা স্ত্রীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ তারা তোমাদের আশ্রিতা, তাদের তোমরা গ্রহণ করেছ আল্লাহর নিরাপত্তা দ্বারা এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ আল্লাহর কালিমা দ্বারা। তাদের স্বাভাবিক খোরপোষ তোমাদের উপর অপরিহার্য।" - (সহীহ মুসলিম ২/৮৮৯-৮৯০)।
- উপরের আলোচনা থেকে ইসলামে নারীদের মাহরাম থাকলে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা নেই তা বোঝা যায়। কিন্তু যদি নারীর নিজের প্রয়োজন হয় অথবা মাহরাম না থাকার দরুন কর্মসংস্থান প্রয়োজনীয় হয়ে পরে? এক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের শিথিলতা দিয়েছে।
- নবীপত্নী সাওদাহ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "অবশ্য দরকার হলে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।" (সহিহ বুখারী, ৪৭৯৫) । এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কর্মসংস্থান যদি প্রয়োজনীয় হয়, তবে নারীরা বাইরে যেতে পারে।
- নবীপত্নীদের মধ্যে ঘরের সাধারণ কাজ ছাড়াও হাতের কাজ, ব্যাবসা, চামড়ার কাজ, ইত্যাদির প্রচলন দেখা যায়। ইসলামপূর্ব সময়ে খাদিজা (রা.) প্রতিনিধি নিয়োগ করে নিজ ব্যাবসা পরিচালনা করতেন (ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী; ইবনু সাদ, তাবাকাতুল কুবরা, খণ্ড ৮)। নবীপত্নী সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.) চামড়ার কাজ করতেন, তা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতেন এবং প্রচুর দান সাদাক্বাহ করতেন। (12). এছাড়াও, আয়িশাহ (রা.) ছিলেন হস্তশিল্পে পটু।
- ইসলামের স্বর্ণযুগে শিক্ষাদান ছিল নারীদের কর্মসংস্থানের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০ বইয়ে লেখক বেশ কিছু নারী মুহাদ্দিসার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা

নারীদের (এমনকি পুরুষদের ও) শিক্ষা দিতেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: উম্মুল খাইর ফাতিমা এবং আয়িশা বিনতে আবদুল হাদী যারা যথাক্রমে মদীনায় এবং দামেশকে বুখারি শরীফ শিক্ষা দিতেন (Al Muhaddithat, Mohammad Akram Nadwi).

- শাইখা ফাতিমা জুযুদানী এবং আমিনা বিনতে মুহাম্মাদ নারী-পুরুষ উভয়দের শিক্ষাদান করতেন যথাক্রমে ইস্পাহানে এবং দামেশকে। মুহাম্মদ আকরাম নাদভীর একই বইয়ে ইমাম হাফিয ইবনু নাজ্জার ৪০০ নারী শিক্ষিকার কাছে, ইবনু আসাকির ৮০-র অধিক, আবু সাদ সামানী ৬৯ জন, আবু তাহির সিলাফী ২০-এর অধিক, এবং ইবনু জাওযী ৩ জন শিক্ষিকার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আছির, ইবনুল সালাহ, জিয়াউদ্দিন মাকদিসী, আল-মুনযিরী সকলেই বহু সংখ্যক শিক্ষিকার অধীনে শিক্ষা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
- শিক্ষাদান ছাড়াও নারীরা অন্য অনেক পেশায় যুক্ত ছিলেন যার মধ্যে লেখক ক্যালিগ্রাফি ও অনুলিপি তৈরির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন, "বহু নারী লিপিকার রাষ্ট্রীয় অনুলিপিকারের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের মাঝে কাতেবা বিনতে আকরা বাগদাদী ছিলেন উস্তায পর্যায়ের।

আরও ছিলেন লুবনা উদুলুসী, মুখনাহ উর্দুলুসী। কেবল কর্ডোভা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ১৭০ জন আলিমা ছিলেন যারা কুরআন অনুলিপি করতেন। এছাড়া সাফিয়া বিনতে আবদুল্লাহ উন্দুলুসী, ফখরুন্নিসা শুহদা বিনতে আহমাদ (উপাধি ছিল লিপিকার), আয়িশাহ বিনতে উমারা ইফ্রিকিয়াহ প্রমুখ ক্যালিগ্রাফি জগতে বিখ্যাত ছিলেন।" (13)

- উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মুসলিম নারীর পর্দা কর্মসংস্থানের অন্তরায় নয়। কিন্তু, নারীরা কোন ক্ষেত্রে এবং কিভাবে কর্মসংস্থান করবে সেই বিষয়ে কিছু সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এবং নিষেধাজ্ঞা আছে। জনপ্রিয় ওয়েবসাইট islamqa.info এ নারীদের চাকুরি সম্পর্কিত একটি উত্তরে আছে, "ইসলামে একজন নারীর জন্য কাজ করতে বের হওয়া জায়েয, তবে সে ক্ষেত্রে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে।

শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা, নারীসুলভ পেশা গ্রহণ, কাজের কারণে মাহরাম ছাড়া সফর না হওয়া, নন-মাহরাম পুরুষের সাথে মেলামেশা সম্পুর্ন এড়ানো, কর্মস্থলে পূর্ণ শরঈ পর্দা মানা, নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা, এবং নারীর প্রাথমিক দায়িত্বে অবহেলা না করা।" (14)

প্রোপাগান্ডা ৭: পর্দাশীল নারীরা উগ্রবাদী

পশ্চিমা মিডিয়া এবং সিনেমাগুলোয় হরহামেশাই হিজাবী নারীদের উগ্রবাদী (Terrorist) হিসেবে দেখানো হয়। পশ্চিমের এই জঘন্য প্রোপাগাণ্ডার কারণে বিশ্বের সর্বত্র পরিপূর্ণ পর্দা করা মুসলিম নারীদের 'জঙ্গি' তকমা পেতে হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতায় রূপ নেয়।

জবাব:

- বাস্তবে পর্দার মূল উদ্দেশ্য হল আত্মসংযম, শালীনতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এটি উগ্রবাদের নয়, বরং শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক। আল্লাহ বলেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَا سًا يُّوَا رِيْ سَوْاٰ تِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَا سُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ

"হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের প্রতি পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করবে এবং যা হবে শোভনার বস্তু। আর তাকওয়ার পোশাকই-ই সর্বশ্রেষ্ঠ..." - (সূরা আল-আরাফ, ৭:২৬)

- এখানে পোশাক তথা পর্দাকে 'তাকওয়ার পোশাক' বলা হয়েছে। তাকওয়া অর্থ হলো আল্লাহভীতি, যা মানুষকে সকল প্রকার উগ্রতা ও সহিংসতা থেকে বিরত রাখে। এছাড়াও, পূর্বে উল্লেখিত বিভিন্ন হাদিস হতে আমরা দেখি পর্দা নারী পুরুষকে ফিতনাহর হাত থেকে রক্ষা করে। পর্দার একটি লক্ষ্য হল নারীকে সুরক্ষা দেওয়া এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখা, উগ্রতা সৃষ্টি করা নয়।
- ইসলামে নারী পুরুষ সকলের জন্য উগ্রবাদ, সহিংসতা ও অহেতুক কঠোরতা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন,

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِا لْعَدْلِ وَا لْاِ حْسَا نِ وَاِ يْتَآيِٕ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَا لْمُنْكَرِ وَا لْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" - (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০)

- তিনি আরো বলেন,

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَ رْضِ بَعْدَ اِصْلَا حِهَا وَا دْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, আর তাঁকে ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা নিয়ে ডাকতে থাক, আল্লাহর দয়া তো (সব সময়) তাদের নিকটে আছে যারা সৎ কাজ করে।" - (সূরা আল আ'রাফ ৭:৫৬)

উক্ত আয়াতগুলো হতে স্পষ্ট বোঝা যায় আল্লাহ অকারণ ফাসাদ, সন্ত্রাস, বিপর্যয় ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন।

- ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, যুগে যুগে উগ্রবাদ না সন্ত্রাসী দলগুলোর বেশিরভাগ ছিল খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, ইত্যাদি ধর্মের। ইহুদী যীলটদের (Zealots) উগ্রবাদি কার্যক্রম প্রথম ব্যাপক সন্ত্রাস হিসেবে জানা যায়। (15) . মানব ইতিহাসে ব্যাপক প্রানহানি ও যুদ্ধ বহির্ভূত সন্ত্রাস পরিলক্ষিত হয় খ্রিস্টানদের দুই দল ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টেন্টদের মধ্যে Reformation and Counter-Reformation এর সময়কালে । (16)
- বাস্তবে, হিজাবি নারীদের বিরুদ্ধে বরং উগ্রতা বেশি প্রদর্শন হয়। ইংল্যান্ডের University of Leicester এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে

বলা হয়েছে "লোকেরা তাদের উপর (হিজাবী নারীরা) থুতু দিয়েছে, পাথর ছুড়েছে, এমনকি তাদের বোরখা/হিজাবও ছিঁড়ে ফেলেছে।" (17)

- এছাড়াও, গবেষণায় দেখা যায় ৯/১১ এর হামলার পর কিভাবে সারা বিশ্বে 'নিপীড়নের প্রতীক' এর পাশাপাশি 'সন্ত্রাসবাদের চিহ্ন'-তে পরিণত করে মুসলিম নারীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে। (18)
- কিন্তু, পশ্চিমা মতাদর্শের ধারক ও বাহকরা শুধমাত্র পর্দা করার কারণে মুসলিম নারীদের উপর এসব শারীরিক ও মৌখিক নির্যাতনকে সন্ত্রাসবাদের তকমা দেয়না। ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত শুধুমাত্র আমেরিকাতে ৬৪ টি স্কুলে গোলাগুলির (School Shooting) ঘটনা ঘটেছে। (19)
- প্রায় প্রতিটি ঘটনা সাদা চামড়ার লোকেদের দ্বারা হলেও, পশ্চিমা মিডিয়া একে উগ্রবাদ বা সন্ত্রাসবাদ বলে না। এমনকি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের উপর বছরের পর বছর ধরে চলে আসা বোমা মারা ও খুনোখুনিকেও তারা সন্ত্রাস বলতে নারাজ। কিন্তু একজন মুসলিম নারী পর্দা করলেই পশ্চিমা বিশ্ব তাকে জঙ্গি তকমা দিতে সদা প্রস্তুত, যা তাদের দ্বিমুখীতা এবং ইসলামবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

প্রোপাগান্ডা ৮: পর্দাশীল নারীদের নিজেদের কোন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই এবং তাদের মতের কোন মূল্য নেই

পর্দার পোশাক একান্তই বাহ্যিক আবরণ হওয়া সত্ত্বেও, পশ্চিমাদের ধারণা পর্দা নারীর বুদ্ধির উপর ও আবরণ তুলে দেয়। যার ফলে মুসলিম নারীরা নিজের মত স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেনা, মতপ্রকাশে করতে পারেনা, এবং মুসলিম পরিবারে ও সমাজে পর্দাশীল নারীর মতামতের কোন গুরুত্ব নেই।

জবাব:

- ইসলামে নারী ও পুরুষ— উভয়ের মতপ্রকাশ সমানভাবে মূল্যবান। আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ:
- وَا لْمُؤْمِنُوْنَ وَا لْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ.."
- "মু’মিন পুরুষ আর মু’মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, নামায ক্বায়িম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে...." (সূরা আত-তাওবা ৯:৭১)।

এখানে নারীকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা মতপ্রকাশের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা।

- যখন সাহাবারা হুদাইবিয়ার শর্ত শুনে হতবুদ্ধি হয়ে বসে ছিলেন, আল্লাহর রাসুলের (সা.) আদেশ সত্ত্বেও কুরবানি দিতে ও মাথা মুন্ডন করতে দ্বিধা করছিলেন, তখন উম্মুল মু'মিনীম উম্মে সালামা (রা.) নবী (সা.)-কে বলেন: "হে আল্লাহর নবী, আপনি যদি তাই

চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোন কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানি করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা কামিয়ে নিন।" রাসুলুল্লাহ (সা.) এই পরামর্শ মেনে নেন এবং তদ্রুপই কাজ করেন। (সহীহ বুখারী, ২৭৩১; ইবনু হিশাম, সীরাত, খণ্ড ৩)। এটি নারীর রাজনৈতিক মতামত গ্রহণের সর্বোচ্চ উদাহরণ।

- নবীপত্নী আয়িশা (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমা যিনি ২২০০-এর বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সাহাবিরা তাঁর কাছে জটিল মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইমাম যাহাবি, সিয়ার আলাম আন-নুবালা, খণ্ড ২)। তাঁর এত বড় ফকিহ হওয়াই প্রমাণ করে যে নারীর জ্ঞান, মতামত ও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য, সম্মানিত।
- তৃতীয় খলিফা নিয়োগের সময় আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) পর্দাশীল নারীদের মতামত নেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ই.ফা. ৭/২৬৮)। এছাড়াও, উহুদ যুদ্ধে আমরা নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.) তথা উম্মে 'উমারাহ (তাবাক্বাত ইবনু সা'দ ৮/৪১৪-১৫), নবীকন্যা ফাতিমা (রা.) (সহিহ বুখারি, ৪০৭৫), আয়িশা বিনত আবূ বাকর, এবং উম্মু সুলায়ম (রাঃ) (সহিহ বুখারি, ৪০৬৪) এর মত নারীরা অংশ নেন সরাসরি যুদ্ধে, পানির মশক বহন করতে, এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষায়।
- রাবেয়া বসরী (রহ.) ইসলামের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা সুফি সাধক হিসেবে খ্যাত, যার আধ্যাত্মিক চিন্তা ও বাণী আজও বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। ফাতিমা আল-ফিহরি নবম শতকে মরক্কোতে আল-কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। (20)
- এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম এবং পর্দা কখনোই নারীর স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা দেয়না, বরং নারীদের নিরপত্তা দেয়ার মাধ্যমে তাদের মতামত ও ব্যাখ্যা প্রদান সহজ করে তুলে।

পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক বলে প্রচার করা পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব দেয়া অপরিহার্য কেন?

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামফোবিয়া ছড়িয়ে পড়েছে, যা পর্দার প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে, নিম্নলিখিত কারণে মুসলিমদের পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার স্পষ্ট জবাব দেয়া জরুরি:

১. ইসলামের ফরজ বিধানের সম্মান রক্ষা

পর্দা ইসলামের একটি ফরজ বিধান, যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ বিধানের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ইসলামী আইনের প্রতি অবমাননাস্বরূপ।

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আল্লাহ, তাঁর দেয়া ফরজ বিধান, এবং আমাদের রাসুলের (সা.) সম্মান রক্ষা করা। অনলাইনে সর্বত্র বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এবং অবিশ্বাসীরা মুসলিম নারীদের পর্দা নিয়ে হাসি তামাশায় মেতে উঠে। তাই, মুসলিমদের দায়িত্ব পর্দার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা।

২. মুসলিম নারীর সম্মান রক্ষা

দেশে বিদেশে বিভিন্ন স্থানে মুসলিম নারীরা, বিশেষ করে পর্দাশীল নারীরা লাঞ্ছনার শিকার হয়। গবেষণায় দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় অন্তত ৪৯% স্কুল শিক্ষার্থী তাদের মুসলিম পরিচয়ের কারণে হয়রানি বা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭% নিজেদেরকে প্রফেসর/শিক্ষক কর্তৃক টার্গেটেড মনে করেছেন এবং ৫৩% সহপাঠীদের দ্বারা টার্গেটেড মনে করেছেন। (21)

ভবিষ্যতে আমাদের নারীদের এরূপ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের সম্মান রক্ষা করতে পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা অপরিহার্য।

৩. পর্দার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর ভুল ধারণা ভাঙ্গা

পশ্চিমা মিডিয়া পর্দাকে নারীর স্বাধীনতা ও অধিকারের বিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করে, অথচ পর্দা নারীর আত্মমর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক। এর সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। যাতে তারাও বুঝতে পারে মুসলিম নারীরা নিজ ইচ্ছায় পর্দায় থাকে, কোনরকম জুলুমের বশবর্তী হয়ে নয়।

৪. মুসলিমদের ঈমানহারা হওয়া থেকে রক্ষা করা

পর্দার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা মুসলিম যুবক-যুবতীদের বিভ্রান্ত করে এবং তাদের ঈমান দুর্বল করতে পারে। যেহেতু পর্দা একটি ফরজ বিধান, এটি অপছন্দ করলে, এর বিরুদ্ধে কটু কথা বললে, অথবা পর্দাকে ফরজ হিসেবে মানতে অস্বীকার করলে ঈমান হারানোর সম্ভাবনা থাকে। তাই, পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব দেওয়া ঈমানি দায়িত্ব।

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব তাদের কর্মসমূহ আল্লাহ ব্যর্থ করে দিবেন" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৮-৯)।

৫. মুসলিম নারীর পর্দা করার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া প্রতিহত করা

পশ্চিমা অনেক দেশে হিজাব বা নিকাব নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলিম নারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। The Week এর একটি রিপোর্টে আছে তাজিকিস্তান, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, বেলজিয়ামে, নরওয়ে, ইত্যাদি দেশে পর্দার বিভিন্ন পোশাক যেমন বোরকা, হিজাব, নিকাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (22).

এছাড়াও, একটি গবেষণায় দেখা যায়,ওয়েস্টার্ন ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্সে ৮২%, জার্মানিতে ৭১%, ব্রিটেনে ৬২%,স্পেনে ৫৯%, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২৮% মানুষ নিকাব নিষিদ্ধকরণ চায়। (23). এক্ষেত্রে, পর্দার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রোপাগাণ্ডাই মূল ভূমিকা পালন করছে, যা দমন করা না হলে মুসলিম নারীরা ধীরে ধীরে পর্দার অধিকার হারিয়ে ফেলবে।

পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে প্রোপাগাণ্ডা চালানোর উদ্দেশ্য কি?

পর্দার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা কেবল একটি সাংস্কৃতিক ভুল বোঝাবুঝি নয়, বরং এটি গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ideological উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত একটি systematic প্রচারণা। এর লক্ষ্য মুসলিম পরিচয়কে দুর্বল করা, মুসলিম নারীদেরকে তাদের ধর্ম ও নেতৃত্ব থেকে দূরে সরানো, এবং পশ্চিমা সেক্যুলার-পুঁজিবাদী মূল্যবোধের আধিপত্য বজায় রাখা।

১. পদ্ধতিগত (Systematic) ইসলামফোবিয়ার প্রচার এবং প্রসার

পশ্চিমা মিডিয়া, রাজনীতিবিদেরা, এবং ক্ষমতায় থাকা ব্যাক্তিরা মুসলিম নারীদের পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে মূলত তাদের সুপ্ত ইসলামোফোবিয়ার কারণে। ইসলাম বা মুসলিমদের প্রতি অযৌক্তিক ভয়, ঘৃণা, এবং শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবই ইসলামোফোবিয়া। (24).

এছাড়াও, গবেষণা এবং পশ্চিমে বসবাসরত নারীদের বিভিন্ন আর্টিকেল হতে জানা যায়, মুসলিম নারীদের পর্দার প্রতি পশ্চিমাদের অবসেশনের অন্যতম কারণ হলো, কলোনাইজিং তথা ঔপনিবেশিক মনোভাব যা পশ্চিমাদের মুসলিমসহ অন্যান্যদের নিজেদের থেকে ছোট বা অযোগ্য মনে করার যৌক্তিক ব্যাখা দেয়। (25), (26)

মোটকথা, পশ্চিমারা চায় মুসলিমদের নিজের তত্ত্বাবধানে এনে তাদের নিজের খেয়াল খুশিমত পরিচালনা করতে, কারণ তারা মনে করে পশ্চিমারা মুসলিমদের থেকে বেশি উন্নত। তাই, মুসলিম নারীদের হিজাবকে টার্গেট করে তারা ইসলামের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর কাজ করে।

২. সেক্যুলার ইসলামের প্রচলন

ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূর করার যে মতবাদ, তাই সেক্যুলারিজম। পশ্চিমাদের এই মতবাদে রাষ্ট্রে ধর্মের কোন স্থান নেই এবং সরকার চাইলেই ধর্মীয় ব্যাপারগুলোতে নিষেধ আরোপ করতে পারে। (27). অথচ ইসলাম বলে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ এবং ব্যাক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ বলেন,

> إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

“বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।” (সূরা ইউসুফ, ১২:৪০)

এখানেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আইন প্রণয়ন বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর।

তিনি আরো বলেন,

> وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" (সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৪)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশ্চিমাদের সেক্যুলারিজম ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তাই, সেক্যুলারিজম চর্চার জন্য পশ্চিমারা ইসলামের কেন্দ্রে থাকা বিধান যেমন, পর্দা, শাতিমের শাস্তি, শরীয়াহ আইন, জিহাদ, ইত্যাদিকে ক্রমাগত টার্গেট করে প্রোপাগাণ্ডা চালায়।

৩. মুসলিম নারীদের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ার

নারীরা স্বভাবগত নরম হওয়ার কারণে পুরুষের তুলনায় নারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ। তাই পশ্চিমা মিডিয়াগুলো মুসলিম নারীদের মন পর্দার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দেওয়ার জন্য পর্দাহীনতাকেই স্মার্টনেস ও স্বাধীনতা হিসেবে প্রচার করে আসছে। গবেষনায় দেখা যায় মুসলিম নারীদের পশ্চিমা মিডিয়ায় উগ্রবাদি, আর্থিকভাবে নিপীড়িত, সন্ত্রাসী, অশিক্ষিত, এবং ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখানো হয় (28).

একজন নারী যখন পশ্চিমা পোশাকের এবং উদ্দাম জীবনযাপনের চটকদার বিজ্ঞাপনগুলো বার বার দেখতে থাকে, তার ঈমান দূর্বল হয়ে পর্দার প্রতি কিছুটা বিতৃষ্ণা চলে আসাই স্বাভাবিক। এভাবেই আমাদের মুসলিম নারীরা ফেমিনিজমের পাল্লায় পরে পর্দার বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে, যা পশ্চিমাদেরই সুবিধা দিয়ে থাকে।

৪. কম দামে নারীদের শ্রম কিনে নেয়া

ইসলাম নারীদের ঘরে থাকার আদেশ দেয় এবং বিনা প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া নিরুৎসাহিত করে। অন্যদিকে পশ্চিমে নারীদের চাকুরি করা এক প্রকার আবশ্যক বলা যায়। ঘরে থাকা নারীরা শুধুমাত্র হাউজওয়াইফ বলে কটু কথা শুনতে হয় কারণ পশ্চিমাদের মতে এসব নারীরা আর্থিকভাবে স্বাধীন না। পশ্চিমারা চায় মুসলিম নারীরা পর্দা ছুড়ে ফেলে চাকরি করুক। এর পিছনে দায়ী পুঁজিবাদ।

The Guardian এর একটি আর্টিকেলে বলা হয়, নারীরা ঘরের কাজের পরিবর্তে বাইরে কাজ শুরু করার পর নতুন বাস্তবতা হলো কম বেতন, কম চাকুরির নিরাপত্তা, জীবনযাপনের মান অনুন্নত হওয়া, বাইরের কাজের পাশাপাশি বাড়ির কাজও যুক্ত হওয়া, এবং দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি। (29) .

অথচ পশ্চিমাদের দাবি ছিল নারীরা বাইরে কাজের মাধ্যমে আরো স্বচ্ছল হবে, সুখী হবে। মূলত, একই কাজ নারীদের দ্বারা করিয়ে নিলে, পুরুষের তুলনায় নারীদের কম বেতন দিয়েই করানো যায়। এতে দিনশেষে পুঁজিবাদের ধারক ও বাহকদের ই লাভ, নারীদের নয়।

৫. বিলিয়ন ডলারের ইন্ড্রাস্টি চালু রাখার কৌশল (কাপড়, মেকাপ, গয়না, সিনেমা, ইত্যাদি)

আল কুরআনে আল্লাহ নারীদের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে পর্দার আদেশ দেন। এর বিপরীতে, বেপর্দা নারীদের সর্বাবস্থায় নিজের বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে তাদের ত্বক চকচকে রাখার পণ্য, মেকাপের পণ্য, গয়নাগাটি, সুগন্ধি, নতুন নতুন পোশাক, ইত্যাদি দ্বারা। এছাড়াও, নাটক,

সিনেমা, মডেলিং ইত্যাদি বিভিন্ন সেক্টর নারীদের ছাড়া একেবারেই অচল। কোন শিল্প/ইন্ড্রাস্ট্রির মূল্য কত তার একটি তালিকা দেয়া হলো:

- সৌন্দর্য শিল্প (Beauty Industry): ২০২৫ এ ৬৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপর। (30)
- নারীদের কাপড়ের শিল্প (Women's Clothing Industry): গড়ে ১.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। (31)
- সিনেমা শিল্প (Cinema Industry): ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। (32)

সকল নারী যদি পর্দা করে, তাহলে এই সকল ইন্ড্রাস্ট্রির মালিকেরা কয়েক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির মুখোমুখি হবে। তাই, এগুলো চালু রাখতে মুসলিম নারীদের পর্দার বিরোধিতা করে প্রোপাগাণ্ডা চালানো তাদের জন্য জরুরি।

৬. ইসলাম এবং ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে মুসলিম নারীদের মন বিষিয়ে তোলা

নবীজি (সা.) এবং সাহাবাদের যুগ পার হয়ে যাওয়ার পর, আমাদের সম্মানিত ইমামগণ এবং অন্যান্য ইসলাম প্রচারকেরাই ইসলামের বিধিনিষেধ গুলো একত্র করেছেন এবং সেই অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার একটি কৌশলগত উদ্দেশ্য হল মুসলিম নারীদেরকে ইসলামিক শিক্ষা ও পুরুষ ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত RAND কর্পোরেশনের রিপোর্ট 'Building Moderate Muslim Networks' শীর্ষক একটি রিপোর্টে 'মডারেট' ইসলামকে সমর্থন করার এবং ঐতিহ্যগত/Traditional বা Conservative Voices কে দুর্বল করার সুপারিশ করা হয়েছে। (33)

এর উদ্দেশ্য হলো, আমেরিকার আনুগত্য মেনে নিবে এমন মডারেট মুসলিম তৈরি করা, যারা ইসলামের যেসব বিধান আমেরিকা বৈধতা দেয় একমাত্র সেগুলোই মেনে চলে। অন্যদিকে, আমাদের সম্মানিত ইমামগণ এবং ইসলামের দাঈগণ ১৪০০ বছর আগের ইসলাম যেরূপ এসেছিলো, সেভাবেই পালন করতে উৎসাহিত করেন।

তাই, পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা ব্রেইনওয়াশড একজন মুসলিম নারী যখন দেখে মুসলিম স্কলার এবং দাঈগণ পর্দার পক্ষে কথা বলেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এভাবেই পশ্চিমারা তাদের মডারেট মুসলিম তৈরির প্রক্রিয়া চালু রেখেছে।

পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে চালানো পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার কুফল তথা পর্দাহীনতার কুফল

আল্লাহর দেয়া প্রতিটি বিধান ই মানুষের জন্য কল্যাণময়। সমাজ সুস্থ স্বাভাবিক এবং গুণাহমুক্ত রাখতে হলে পর্দার কোন বিকল্প নেই। নারীর পর্দাহীনতার মানে নারীর পোশাকহীনতা, নারী পুরুষের অবাধে মেলামেশা, নারী পুরুষ অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হওয়া, নারীর পরিবারের তুলনায় বাইরে অধিক মনোযোগী হওয়া, ইত্যাদি। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

মুসলিম নারীদের গুণাহগার হওয়া

পর্দা একটি ফরজ বিধান যার আদেশ সরাসরি আল কুরআনে এসেছে। পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার ফাঁদে পরে মুসলিম নারীরা পর্দা করা ছেড়ে দিয়ে গুণাহগার হয়।

আল কুরআনে আছে,

قُلْ اِنِّيَ اَخَا فُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَا بَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

"বল, যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে আমি বড় (ভয়াবহ) দিনের শাস্তির ভয় করি।" - (সূরা আল আন'আম ৬:১৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَا نَ اللهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে, সে কি আল্লাহর আক্রোশে পতিত লোকের ন্যায় হতে পারে? তার নিবাস হল জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!" - (সুরা আল-ইমরান ৩:১৬২)

উক্ত আয়াতগুলো হতে বোঝা যায় আল্লাহর অবাধ্যকারীদের (যেমন আল্লাহর ফরজ হুকুম পর্দা যারা মানে না) শাস্তি জাহান্নাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“দুই প্রকার জাহান্নামী লোক আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করি নি (অর্থাৎ, আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে): (১) এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (২) এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, (বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে।

তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না; অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে।” সহীহ মুসলিম, সহীহ হাদিস, ২১২৮)

এই হাদিসে সরাসরি বলা হয়েছে পর্দাহীন নারীরা জান্নাতের ঘ্রাণ ও পাবেনা। সুতরাং, পর্দার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের চক্রান্তের সবথেকে বড় ক্ষতি হলো, আমাদের মুসলিম নারীরা গুণাহগার হচ্ছে এবং জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সমাজে অশ্লীলতা বৃদ্ধি

হারাম দৃষ্টিপাত, পর্দাহীন অশ্লীল পোশাক পরা, নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

"قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ".

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা বানী আদামের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের জিনা হলো দেখা, জিহ্বার জিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করা এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।" (সহিহ মুসলিম ৪৬/৫, ২৬৫৭)

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ ‘‘দেখা ও কথা বলাকে যিনা বলার কারণ এই যে, দু’টোই হচ্ছে প্রকৃত যিনার ভূমিকা- যিনার মূল কাজের পূর্ববর্তী স্তর। কেননা দৃষ্টি হচ্ছে মনের গোপন জগতের উদ্বোধক আর জিহবা হচ্ছে বাণী বাহক, যৌনাঙ্গ হচ্ছে বাস্তবায়নের হাতিয়ার- সত্য প্রমাণকারী।’’ (মা’আলিমুস সুনান ৩য় খন্ড ২২৩ পৃষ্ঠা) (সূত্র: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com)

হাফিয আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) লিখেছেনঃ ‘‘দৃষ্টিই হয় যৌন লালসা উদ্বোধক, পয়গাম বাহক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌন অঙ্গেরই সংরক্ষণ। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই হচ্ছে তার সর্ব কিছুর মুল কারণ।

কেননা, দৃষ্টি প্রথমত আকর্ষণ জাগায়, আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা-বিভ্রমে নিমজ্জিত করে, আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে বাস্তবে ঘটনা সংঘটিত করে। বাস্তবে যখন কোন বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো কোন উপায় থাকে না।’’ (আল-জাওয়াব আলকাফী, পৃষ্ঠা ২০৪) (সূত্র: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com)

এমনকি পশ্চিমাদের গবেষণাও একই বিষয় প্রমাণ করে। একটি গবেষণায় দেখা যায়, "সামগ্রিকভাবে, রক্ষণশীল পোশাকের তুলনায় যখন একজন মডেল উদ্দীপক পোশাক পরিধান করেন, তখন তাকে যৌনভাবে বেশি আকর্ষণীয়, বেশি চিত্তাকর্ষক, বিবাহে কম বিশ্বস্ত, যৌন

উত্তেজনা সৃষ্টির প্রবণতা বেশি, ব্যক্তিগত লাভের জন্য যৌনতা ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি, যৌনভাবে বেশি অভিজ্ঞ এবং ধর্ষণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মূল্যায়ন করা হয়।" (34)

পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে পরা (পরকীয়া, নারীদের ঘরের তুলনায় বাইরে প্রাধান্য দেয়া, ইত্যাদি)

পর্দার একটি মূল উদ্দেশ্য হলো নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা হতে না দেয়া। যা মুসলিম নারী পুরুষকে পবিত্র রাখে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা যেমন, পরকীয়া, বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, ইত্যাদি কমায়। কিন্তু পর্দাহীনতার দরুন বর্তমান সময়ে এই বিষয়গুলো মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে।

পশ্চিমা গবেষণায় দেখা যায়, ৫৩.৩% বিবাহিতদের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক হয় পূর্ব-পরিচিত নারী/পুরুষদের সাথে। একইভাবে, ৫৩% পরকীয়ায় লিপ্ত নারীদের পুরুষ বন্ধুদের সাথে, এবং ৪৪% পুরুষের পরকীয়া হয় তাদের কাজের জায়গার নারীদের সাথে। অতঃপর, পরকীয়ায় লিপ্ত থাকার জন্য ৪০% মানুষ বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে যায়। (35)

এছাড়াও, পশ্চিমাদের প্রোপাগাণ্ডার কারণে মুসলিম নারীরাও ঘরের বাইরে পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে চাকুরি করছে। গবেষণায় দেখায় যায়, এরূপ চাকুরিজীবী নারীরা তাদের পারিবারিক জীবন এবং কর্মক্ষেত্র একসাথে চালিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছে, যা তাদের ব্যাক্তিগত জীবনেও প্রভাব ফেলছে। (36)

মুসলিম নারীদের পর্দার প্রতি বিমুখ হওয়া

পশ্চিমা মুসলিম নারীদের খুব কম অংশই হিজাব করে এবং তাদের দেখানো পথে হেঁটে বর্তমানে মুসলিমপ্রধান দেশের মেয়েরাও পর্দা করা বাদ দিচ্ছে।

একটি গবেষণায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম নারীদের মাত্র ৩৮% পাবলিক প্লেসে হিজাব পরে (বোরকা বা নিকাব নয়)। (37). একইভাবে কানাডার মুসলিমদের উপর করা একটি জরিপে দেখা যায়, মাত্র ৪৮% কানাডিয়ান মুসলিম নারীরা হিজাব পরে। (38)

ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে এই সং্খ্যা আরো কম। লক্ষ্য করুন, এসব নারীরা শুধুমাত্র হিজাব পরার কথাই বলেছে, পরিপূর্ণ শরীয়াহ অনুমোদিত পর্দা নয়। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি মুসলিম নারীরা শুধুমাত্র মাথা ঢাকার জন্য হিজাবটাও পরেনা।

পর্দাশীল নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নারীদের প্রতি অপরাধের হার বৃদ্ধি

পশ্চিমারা পর্দাশীল নারীরা উগ্রবাদী বলে যে ন্যারেটিভ তৈরি করেছে, তার ফলাফল হলো সমাজে সর্বক্ষেত্রে পর্দাশীল নারীদের বঞ্চিত করা, হেয় করা, এমনকি তাদের প্রতি মৌখিক শারীরিকভাবে সহিংসতা দেখানো। ইউরোপীয় একটি ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী:

- নেদারল্যান্ডস-এ ২০১৫ সালে যত ইসলামোফোবিক আক্রমণ হয়, তার ৯০% ই হয় নারীদের উপর। এই দেশে, ৭৩% হিজাবি নারী বৈষম্যের শিকার হয়।
- ফ্রান্সে ৮১.৫% নারী ইসলামোফোবিক আক্রমনের শিকার যার বেশিরভাগই হিজাব বা ইসলামের অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করে ছিল।

- যুক্তরাজ্যে ৫০% নারী শুধুমাত্র হিজাবের কারণে বৈষম্যের শিকার হন।
- বেলজিয়ামের ২০১২ থেকে ২০১৫-তে ৬৩% মুসলিম নারী ঘৃণাজনিত অপরাধের শিকার। (39)

নগ্নতা, পর্ণোগ্রাফি, ধর্ষণ, ও পতিতাবৃত্তি বৃদ্ধি

পর্দাহীনতা অন্যতম বড় কুফল হলো সমাজে নগ্নতা বৃদ্ধি এবং এই সম্পর্কিত ঘৃণ্য অপরাধ যেমন, পর্ণোগ্রাফি, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি, ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়া। ২০২১ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১জন মেয়ে, যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের নগ্ন ছবি প্রকাশ করে। (40). এথেকেই বোঝা যায়, পর্দাহীনতার ফলে নগ্নতা কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। যেই নারীর নিজের সম্মান পর্দার মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখার কথা ছিলো, সেই নিজ ইচ্ছায় নিজের অশ্লীল ছবি সবার সামনে প্রকাশ করছে! গবেষণা মতে, "সব ধরনের পর্নোগ্রাফি ব্যবহার বিবেচনা করলে দেখা যায়, এখানে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের ৯১.৫ শতাংশ এবং নারীদের ৬০.২ শতাংশ গত এক মাসে পর্নোগ্রাফি দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।" (41)

নগ্নতার স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় ২০১৮ সালে ৮১% নারী যৌন নির্যাতনের শিকার এবং এই নির্যাতনের ৩৮%-ই হয় তাদের চাকুরি তথা কাজের জায়গায়। (42). এমনকি আমেরিকান সেনাবাহিনীর মধ্যেই ২০১৫ সালে ৬০৮২ টি এবং ২০১৬ সালে ৬১৭২টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। (43). এই দেশে ২০-২৫% কলেজ শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয় কলেজে পড়ালেখার সময়ে। (44).

নগ্নতার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পতিতালয়ের সং্খ্যা। যদিও পশ্চিমারা দাবী করে ধর্ষণ রোধে এগুলো জরুরি, বাস্তবতা হলো, যেসব দেশে পতিতালয় আইন করে জায়েয করা হয়েছে, সেসব দেশে মানব প্রচারের হার বেশি। (45). সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এতে নারীর সম্মান তো নষ্ট হয় ই, এসব নারীদের জোর করে পাচার করে দেহব্যবসায় বাধ্য করা হয়।

পর্দা নিয়ে পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে মুসলিমদের করণীয় কি?

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পরা পর্দাবিদ্বেষ নির্মূল করতে পশ্চিমাদের প্রোপাগাণ্ডাগুলোর অসারতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা সকল মুসলিমের দায়িত্ব। আমরা দেখেছি সমাজে পর্দাহীনতার ফলাফল কত ভয়াবহ, তাই মুসলিম নারী ও পুরুষের উচিত এর বিরুদ্ধে কথা বলা। কেননা, হাদিসে আছে, عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " يَا ْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا ..

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেনঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার

সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়।......" - (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০১৯)

অর্থাৎ, পর্দাহীনতার ফলে ছড়িয়ে পরা গুনাহগুলো সমগ্র জনপদেই বিপদ নিয়ে আসে। তাই, আমরা পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারিঃ

১. ব্যাপক পরিসরে ইসলামি দাওয়াত দাওয়াত দেওয়া

পর্দাবিদ্বেষ ও ইসলামোফোবিয়ার মোকাবেলা করার জন্য দাওয়াহর কোন বিকল্প নেই। মুসলিমদের উচিত নিজ এলাকা হতে শুরু করে দেশ বিদেশে দাওয়াহর প্রসার করা। ইন্টারনেটে ইসলামিক কন্টেন্ট, ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার, প্রমাণসহ পশ্চিমা লাইফস্টাইলের অসারতা প্রচার, ইত্যাদি হতে পারে দাওয়াহর অংশ। এছাড়াও, অমুসলিমদের সাথে যৌক্তিক ও শান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং সমাজসেবা তথা কমিউনিটি সেবার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য প্রদর্শনও যুগোপযোগী পদক্ষেপ। আল্লাহ বলেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِا لْحِكْمَةِ وَا لْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْهُمْ بِا لَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِا لْمُهْتَدِيْنَ

"জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান৮ জানাও আর লোকেদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে গুমরাহ হয়ে গেছে। আর কে সঠিক পথে আছে তাও তিনি বেশি জানেন।" - (সূরা আন-নাহল ১৬:১২৫)

২. নিজ পরিবারের নারীদের পর্দায় রাখা

দাওয়াতের শুরু হোক ঘর থেকেই। যখন পরিবারে পর্দার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়, তখন সমাজে এর সৌন্দর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَ هْلِيْكُمْ نَا رًا وَّقُوْدُهَا النَّا سُ وَا لْحِجَا رَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَا ظٌ شِدَا دٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়েন আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতা। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না, আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।" (সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৬)

তাই, আমাদের উচিত ছোটবেলা থেকেই উত্তম তারবিয়্যাতের মাধ্যমে শিশুদের পর্দার গুরুত্ব বোঝানো, নারীদের পর্দায় রাখা, এবং পুরুষদেরও দৃষ্টির পর্দা ও পর্দার প্রতি সম্মান করতে শেখানো।

৩. কুরআন ও হাদিসের আলোকে পর্দার সঠিক ব্যাখা প্রচার করা

পর্দার ভুল ব্যাখা এবং অর্ধসত্য গালগল্পের বিরুদ্ধে আমাদের আল কুরআন ও হাদিসের আলোকে পর্দার সঠিক নিয়ম, ব্যাখা, পর্দার পিছনে হিকমাহ, পর্দার সম্মান ইত্যাদি প্রচার করতে হবে। পর্দার লক্ষ্য নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নিপীড়ন নয়। প্রাক-ইসলামি যুগে কিভাবে নারীর মর্যাদাহীন অবস্থা থেকে ইসলাম সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করেছে তা দেখানো। এছাড়াও, বাস্তব জীবন থেকে সফল পর্দানশীন নারীদের গল্প শেয়ার করাও উচিত।

৪. পশ্চিমা মিডিয়ার বিপরীতে নিজেদের মিডিয়া তৈরি করা

মানুষের মনস্তাত্ত্ব নিয়ন্ত্রণে মিডিয়া একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই, আমাদের Al Jazeera, TRT World-এর মতো সফল ও পেশাদার মিডিয়া নেটওয়ার্ক মডেল অনুসরণ করা দরকার। মুসলিম ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে হালাল উপায়ে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছানোর জন্য তরুণদের প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে। এছাড়াও,পর্দার সৌন্দর্য ও বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার জন্য হালাল উপায়ে ডকুমেন্টারি ও ফিল্ম তৈরি করতে হবে।

৫. ইসলাম অনুযায়ী নারীর অধিকার নিশ্চিত করা

পর্দা মানেই নারীর অধিকার কমে যাওয়া—এটি পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার প্রধান দাবি। এ দাবি ভাঙার সর্বোত্তম পথ হলো নারীদের উত্তরাধিকার, শিক্ষা, নিরাপত্তা, সম্মান, আর্থিক অধিকার (মোহর, ভরনপোষণ, উত্তরাধিকার)-সহ ইসলাম নারীদের যে অধিকার দিয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা। যেখানে মুসলিম সমাজ নিজেই ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে পশ্চিমা অভিযোগ স্বয়ং ধসে পড়ে।

বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর পর্দা এবং পশ্চিমা সমাজে ঐতিহাসিকভাবে নারীর অবস্থান

পশ্চিমা সমাজে পর্দা এবং পর্দা সম্পর্কিত বিধি বিধান (পবিত্রতা, নারীর ঘরে অবস্থান, বিয়ের সম্পর্ক, নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশা না করা, ইত্যাদি)-এর প্রতি বিদ্বেষ তাদের দীর্ঘ নারীবিদ্বেষের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এর লেখা পর্দা ও ইসলাম বইয়ে তিনি বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর অবস্থান এবং তাদের পর্দার স্বরুপ আলোচনা করেছেন (46). এর উপর ভিত্তি করে নিম্নে যুগে যুগে নারীর পর্দা সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো:

গ্রীক সভ্যতা

পৃথিবীতে আসা সকল সভ্যতার মধ্যে ধন, শৌর্য, ও সম্রাজ্যের বিশালতার দিকে গ্রীক সভ্যতা অন্যতম। বাহ্যিকভাবে তাদের সম্রাজ্য ধনে জ্ঞানে পরিপূর্ণ হলেও, তাদের সাধারণ নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সভ্যতার শুরুতে নারীদের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী করা হতো এবং আলাদাভাবে নারীদের কোন সম্মান ই প্রদর্শন করা হতো।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নারীদের অবস্থান কিছুটা উন্নত হলো এবং তারা স্ত্রী এর মর্যাদা পেলো। এই সময় নারীরা ঘরের অভ্যন্তরেই অবস্থান করতেন এবং পূর্ন কতৃত্বের সাথে সংসার পরিচালনা করতেন। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীদের জন্য পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল। জনসাধারণের মাঝে, মজলিসে, পুরুষরা দেখা সাক্ষাতের জন্য মিলিত হয় এমন স্থানে, এবং বাজার ঘাটে তারা অবস্থান করতেন না।

এর বিপরীতে কিছু নারীরা ছিলো সবার জন্য উন্মুক্ত, যারা পর্দা করতো না এবং পুরুষদের মাঝে অবাধ যাতায়ত করতো। এসব নারীদের জন্য অবৈধ সম্পর্ক স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল এবং তাদের মূর্তিও নির্মিত হত। পশ্চিমের অনেক সভ্যতার মতই, কিছু নারী বর্তমানেও এরূপ অসম্মানের জীবন বেছে নিয়েছে সম্মানিতা স্ত্রী হয়ে পর্দায় থাকার পরিবর্তে।

রোম সভ্যতা

এটি ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা যারা তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। রোম সভ্যতায় নারীরা পূর্ন পর্দাপ্রথা মেনে না চললেও, তারা কঠোরভাবে পরিবার প্রথা মেনে চলতো। সম্মানিত নারীরা ঘরের মধ্যেই থাকতেন এবং পরিবার প্রধান হিসেবে স্বামীর কর্তত্ব মেনে নিতেন। অবৈধ মেলামেশা করা নারী এবং পুরুষদের সমাজ অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের চোখে দেখতো।

কিন্তু, সময়ের সাথে সাথে এই সভ্যতা আরো নিকৃষ্ট দিকে ধাবিত হয় যেখানে পরিবার প্রথা মূল্যহীন হয়ে পরে। নারী পুরুষ উভয়ে তালাকের প্রতি আগ্রহী ছিলো সংসার টিকিয়ে রাখার পরিবর্তে। এমনকি, ধনাঢ্য নারীরা একাধিক স্বামী ও গ্রহণ করতো বলে জানা যায়।

ব্যাক্তি স্বাধীনতা, নারী পুরুষের সমান অধিকার, ইত্যাদি বিধ্বংসী মতবাদ ও রোম সভ্যতায় ছিলো যা শেষ পর্যন্ত পরিবার প্রথার ভাংগন, পর্দাহীনতা, এবং অশ্লীলতার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

খৃষ্টান ধর্মপ্রধান ইউরোপ

অন্য সকল ঈসায়ী ধর্মের মতই, খ্রিস্টান ধর্মও শুরুর দিকে নারীর পবিত্রতা, পর্দা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা রোধ করা, নগ্নতা দূরীকরণ, ইত্যাদির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয় এবং তা সমাজে বিশেষ পরিবর্তন ও আনে। কিন্তু, সেসময়ের খ্রিস্টান যাজকদের অন্যতম সংকীর্ণতা ছিলো নারীদের সকল পাপের মূল মনে করা। পুরুষের সকল অশ্লীল পাপের জন্য নারূদের দোষী মনে করা হতো এবং তাদের স্রষ্টাপ্রদত্ত সৌন্দর্য লজ্জার বিষয় এবং শয়তানের অস্ত্র বলে প্রচার করা হলো।

এরপর, নারীদের বিয়ে করা এবং তাদের স্বাভাবিক দাম্পত্যও কলুষিত করা হলো। বরং, নারী পুরুষ উভয়ের চিরকুমার থাকাই পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করতো ইউরোপের খ্রিস্টানরা। বিবাহকে একটি অপবিত্র জিনিস মনে করা হলো এবং যারা ধর্মীয় সাধনালয়গুলোতে কাজ করে তাদের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা হলো।

এতে নারীদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থান অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পরে। নারীদের নিজেদের উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং নিজের উপার্জিত সম্পদেও কোন অধিকার ছিল না। তালাকের ব্যাবস্থা না থাকায় স্বামীরা স্ত্রীদের উপর ইচ্ছামতো অত্যাচার করতে পারতো।

এছাড়াও, চার্চ কর্তৃক নারীদের বিভিন্নভাবে উপর অন্যায্য দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া, নারীদের বৈবাহিক ও আর্থিক অধিকার হরণ করা, এবং নারী পুরুষ বৈবাহিক সম্পর্ক প্রায় ব্যাভিচারের ন্যায় অসম্মান করার দরুন, পশ্চিমারা খ্রিস্টান ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় এবং এর সম্পুর্ন বিপরীত মতবাদে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা তৈরি করে।

বর্তমান ইউরোপীয় তথা পশ্চিমা সভ্যতা

১৮০০ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মের পাদ্রীদের শত বছরের জুলুম এবং মনগড়া বিভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যাক্তি স্বাধীনতা, নারী অধিকার, ইত্যাদি মতবাদ চালু হলো। নারীদের জন্য তালাক সহজ হলো, তাদের ঘরের বাইরে জীবিকা উপার্জন সহজ হলো, নারীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেল। সর্বপরি, নারীরা নিজেদের সামাজিক অবস্থান শক্ত করে নিলেন। কিন্তু, রোম সভ্যতার মত ক্রমেই এই পরিবর্তন সীমার বাইরে চলে যায় এবং নারীরা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়েই সকল নারীসুলভ কর্মকান্ড ত্যাগ করলো। এছাড়াও, নারী পুরুষের অবাধ লাগামহীন মেলামেশার ক্ষেত্র উন্মোচন হলো।

নারীরা সংসারের পরিবর্তে নিজেদের জন্য অর্থ উপার্জনকে প্রাধান্য দিলো, যার ফলে স্বাভাবিক পরিবার প্রথা ভেংগে গেলো। নারী পুরুষ সমান অধিকারের দোহাই দিয়ে কর্মক্ষেত্র, খেলাধুলা, মিডিয়া, নাটক-সিনেমা, রাজনীতি, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নারীরা অংশ নিলো।

এছাড়াও, নারীরা নিজের শরীর প্রদর্শন ও তাদের অধিকার বলে ধরে নিলো, যার ফলে নগ্নতা, অশ্লীলতা আগুনের মত ছড়িয়ে পরলো। সর্বোপরি, নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহের প্রয়োজন আর রইলো না এবং ধর্মীয় বিধিবিধানের পরিবর্তে মানুষ নিজেদের খেয়াল খুশিকেই প্রাধান্য দিল। শুধুমাত্র সামাজিক জীবনেই নয়, পশ্চিমাদের রাজনীতিতেও নারী পুরুষ সমানাধিকার, নারীর অধিকার, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ইত্যাদি পশ্চিমা রাজনীতির ও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই, ইসলামের মত রক্ষণশীল, পরিপূর্ণ, এবং পবিত্র ধর্মের নারীরা যখন তাদের পর্দার মাধ্যমে পশ্চিমের এর জঘন্য জীবনব্যাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করলো, পশ্চিমারা স্বাভাবিকভাবেই এর বিরোধিতা করতে তাদের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো।

পশ্চিমা সভ্যতার নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ইসলাম এবং পর্দাপ্রথার উত্থান

ইসলামপূর্ব সময়ে পশ্চিমে নারীদের অবস্থা যেমন করুণ ছিল, আরব দেশগুলোতে এর খুব বেশি ব্যাতিক্রম দেখা যায় নি। এই অংশে আমরা ইসলামপূর্ব সময়ে নারীদের অবস্থান, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, এবং আরবের সার্বিক নৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করব। এছাড়াও, ইসলাম ও পর্দাপ্রথা আরব সমাজে ও সমগ্র বিশ্বে কিরূপ পরিবর্তন এনেছে তা ব্যাখা করবো।

ইসলামপূর্ব সময়ে আরবের সমাজ ও নারীদের অবস্থা

নবিজী সা. এর জন্মের পূর্বেও আরবরা আল্লাহকেই রব হিসেবে ইবাদত করতো এবং নিজেদের মুসলিম দাবী করতো। কিন্তু, আল্লাহর পাশাপাশি তারা লাত, উজ্জাহ, ইত্যাদি বিভিন্ন দেবতার পূজা করতো এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতিকেই অধিক প্রাধান্য দিত। আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.) এর আর রাহিকুল মাখতুম বইয়ে আমরা আরব সমাজের জাহেলি যুগের স্বরুপ দেখতে পাই (47).

লেখক তখনকার যুগে মক্কার বাইরে থেকে আসা হাজীগণের অবস্থা উল্লেখ করে বলেন, মক্কার ব্যাবসায়ীদের হতে কেনা কাপড় না পেলে, পুরুষরা উলংগ হয়ে, এবং নারীরা প্রায় অর্ধনগ্ন হয়ে কা'বা তাওয়াফ করতো।

এসব অশ্লীল কাজের পাশাপাশি, তাদের সমাজে উঁচু ও নিচু শ্রেণির নারীদের সম্মান ও পর্দা ব্যাবস্থার মধ্যে ছিলো ব্যাপক ফারাক। উঁচু বংশের নারীরা ঘরে অবস্থান করতেন, সমাজের সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন, নিজেদের আর্থিক বিষয়গুলোর উপর পূর্ন অধিকার পেতেন এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতেন।

অন্যদিকে, নিচু শ্রেণির নারীরা ছিলেন সব দিক থেকে বঞ্চিত। তাদের স্বামীরাই নারীদের ব্যাভিচারের দিকে ঠেলে দিতেন এবং নারী পুরুষের একাধিক সংগী গ্রহণ করা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। এছাড়াও, পুরুষরা তাদের ইচ্ছামত বিয়ে ও তালাক দিতেন, এতে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না।

কিছু ক্ষেত্রে কন্যাশিশু জন্মগ্রহণ করাকে পরিবারের জন্য অসম্মান ও দারিদ্র্যের কারণ মনে করা হতো। ফলে জীবন্ত কন্যাশিশুকে পুঁতে ফেলা একটি সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

وَاِ ذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ,بِاَ يِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত প্রোথিতা কন্যাসন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" (সূরা আত-তাকউইর, ৮১:৮-৯)।

সর্বোপরি, নারীরা শিক্ষা, সম্পত্তির মালিকানা, স্ত্রীর অধিকারের মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

ইসলাম প্রচারকালীন সময়ে নারীদের অবস্থা

ইসলামের আগমনের মাধ্যমে নারীজাতির জন্য একটি বৈপ্লবিক ও মর্যাদাপূর্ণ যুগের সূচনা হয়। ইসলাম নারীকে সম্মানের উচ্চ শিখরে উপবেশন করে, তাকে আত্মিক, আইনি, ও সামাজিক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম ঘোষণা করে যে নর-নারী উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর নিকট একমাত্র মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يَاَ يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَا رَفُوْا ؕاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰىكُمْ ؕاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।" - (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ৪৯:১৩)।

এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর নিকট নারী ও পুরুষ কর্মের দিক দিয়ে সমান এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে মুত্তাক্বীরাই অধিক সম্মানিত।

এছাড়াও, ইসলামে কন্যাশিশু হত্যা নিষিদ্ধ করা হয় এবং কন্যাসন্তান লালন-পালনকে জান্নাত লাভের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এক হাদিসে রাসুল (সা.) তিন কন্যা সন্তানের সঠিক তারবিয়্যাতের সাথে পালনকারী পিতাকে জান্নাতে নবিজীর সাথেই একাত্ম হওয়ার কথা বলেছেন।

নবিজী মুহাম্মাদ (সা.) নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞান অর্জনকে ফরজ ঘোষণা করেন। ফলে, নারীদের জন্য ফরজ ইলম অর্জন নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদের অভিভাবক তথা বাবা, ভাই, স্বামীর উপরই ন্যাস্ত। আমরা নবিজীর (সা.) সীরাত থেকে জানতে পারি, তিনি নারী ও পুরুষ উভয়কেই মাসায়েল শিক্ষা দিতেন এবং জ্ঞান লাভের আগ্রহের জন্য আনসার নারীদের প্রশংসা করেছেন।

নারীদের আর্থিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম সকল নারীকে সম্পত্তির মালিকানা, কেনা-বেচা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার দেয়, যা সে সময়ে ছিল নিচু শ্রেণির নারীদের জন্য অকল্পনীয়। বিয়েতে তার সম্মতি নেওয়া এবং নিজের অর্থ সম্পদে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়। মাহরের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, পুরুষের জন্য বিবাহ সং্খ্যা সর্বোচ্চ ৪ জনে সীমিত করে নারীদের প্রতি তাদের দায়িত্বশীল হওয়ার বিধান দেওয়া হয়।

ইসলামে পর্দার বিধান নাজিল হয় নারীদের জন্য অন্যতম মর্যাদার প্রতীক হিসেবে। এটি ছিল নারীকে সমাজে একটি সুরক্ষিত ও সম্মানজনক অবস্থান দেওয়ার জন্য এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা রোধ করার জন্য।

পর্দা নারীকে তার গুণ, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ দেয়, শুধুমাত্র তার দৈহিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতে নয়। এটি সমাজে শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষার একটি হাতিয়ার। এভাবে, ইসলাম প্রচারের সময়ে পর্দা ছিল নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাকে অশ্লীল দৃষ্টি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করার একটি যুগান্তকারী ব্যবস্থা।

ইসলাম বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধি পাওয়ার পর নারীদের অবস্থা

ইসলাম যখন আরব উপদ্বীপের বাইরেও প্রসার লাভ করে, তখন মুসলিম সমাজে নারীরা একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা অর্জন করে। পশ্চিমা নারীদের করুণ অবস্থার বিপরীতে মুসলিম নারী ছিলেন শিক্ষিত, পর্দাশীল ও সামাজিকভাবে সম্মানিত। মুসলিম সভ্যতায় নারী ছিলেন চিকিৎসক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, হাদিসবেত্তা, কবি ও পণ্ডিত।

পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় মুসলিম নারী বহু আগেই সম্পত্তির অধিকার, ব্যবসা করার অধিকার এবং আইনগত সুরক্ষা পেয়েছিলেন। ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে, ইসলামী পর্দাপ্রথা আন্তর্জাতিক পরিসরে চর্চিত হতে থাকে, যা মুসলিম পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। শুধু মুসলিম দেশেই নয়, পশ্চিমা দেশগুলোতেও স্থানীয় নাগরিকরা ইসলাম গ্রহণ করছেন এবং পর্দাকে তাদের নতুন পরিচয়ের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। এমনকি হিন্দুস্তানের কট্টর হিন্দুদের মধ্যে থেকেও লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নারীগণ পর্দাপ্রথাকে খুশি মনে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় হিসেবে ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে পালন করতে থাকেন। আধুনিক যুগে পশ্চিমা নৈতিক অবক্ষয় যখন প্রকট হয়ে উঠছে (যেমন পরিবার ভাঙন, পর্নোগ্রাফির বিস্তার, নারীর পণ্যায়ন) তখন মুসলিম নারীরা পর্দা ও শালীনতার মাধ্যমে বিকল্প ও নিরাপদ জীবনধারার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে বর্তমান সময়েও পর্দা-প্রথা শুধু ধর্মীয় নয়, বরং একপ্রকার সামাজিক প্রতিরোধ এবং নৈতিকতার পুনরুত্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ কোনটি অধিক প্রাধান্য দিয়েছে — পর্দা নাকি পোশাকহীনতা?

মানবসভ্যতার ইতিহাসের সূচনাতেই দেখা যায়, মানুষ স্বভাবগতভাবে লজ্জাবোধ, সম্মানবোধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা অনুসরণের প্রতি আগ্রহী। এই প্রবৃত্তি থেকেই মানবজাতি পোশাক পরিধান, শরীর আচ্ছাদন এবং পর্দা—এই ধারণাগুলোর বিকাশ ঘটায়। তাই সৃষ্টিকাল থেকেই মানুষ প্রকৃত অর্থে পোশাকহীনতা নয়, বরং আচ্ছাদনকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

আদম-হাওয়া (আ.)–এর ঘটনা

কুরআনের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে আদম ও হাওয়া যখন জান্নাতে ছিলেন, তখন তাদের পোশাক বা আচ্ছাদন স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছিলেন। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর শয়তানের প্ররোচনায় যখন তাদের সেই আচ্ছাদন সরে যায়, তখন তারা প্রথম কাজ হিসেবে গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেলেন।

আল্লাহ বলেন,

فَاَ كَلَا مِنۡهَا فَبَدَتۡ لَهُمَا سَوۡاٰ تُہُمَا وَطَفِقَا یَخۡصِفٰنِ عَلَیۡهِمَا مِنۡ وَّرَقِ الۡجَنَّۃِ ۫ وَعَصٰۤی اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰی

"অতঃপর তারা (স্বামী আদম-স্ত্রী হাওয়া) দু’জনে তা (অর্থাৎ সেই গাছ) থেকে খেল তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল আর তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল।" - (সূরা ত্ব-হা, ২০:১২১)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পোশাকহীনতা মানুষের ফিতরাত তথা প্রাকৃতিক অবস্থা নয়, বরং লজ্জাবোধ মানুষের সহজাত অনুভূতি। কুরআনের বর্ণনায়ও বলা হয়েছে, শয়তানের লক্ষ্য ছিল

মানুষের আচ্ছাদন খুলে তাদের লজ্জায় ফেলা। অর্থাৎ, পোশাকহীনতা শয়তানি প্ররোচনা, আর আচ্ছাদন মানবিক ফিতরাতের মূল অংশ।

প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে পোশাক ও পর্দার ঐতিহ্য

মানবজাতির প্রাচীনতম সভ্যতাগুলো—মিশরীয়, মেসোপটেমীয়, সিন্ধু, চীন ও গ্রিক সভ্যতা, সবগুলোতেই শরীর আচ্ছাদনের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন আবহাওয়া, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক নিয়ম, ও শ্রেণিগত মর্যাদা, সব মিলিয়ে পোশাক তখন শুধু প্রয়োজন নয়, বরং পরিচয়ের প্রতীকও ছিল। এগুলোই প্রমাণ করে—সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বা পর্দার ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েছে, কমেনি। নীচে মানবজাতির প্রাচীনতম পাঁচটি সভ্যতায় পোশাক, পর্দা ও শরীর আচ্ছাদনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো।

১. মিশরীয় সভ্যতা (Ancient Egypt)

মিশরীয়া পুরুষেরা "শেন্টি" নামক কোমরবন্ধ কাপড় পরতেন। নারীরা "কালাসিরিস" নামের লম্বা, আঁটসাঁট পোশাক পরতেন। উচ্চবিত্তরা ঢিলেঢালা ও আরো বেশি আচ্ছাদনযুক্ত পোশাক ব্যবহার করতেন।

রাজপরিবার ও পুরোহিতরা অতিরিক্ত শালীন ও মর্যাদাপূর্ণ পোশাক পরতেন। মিশরীয়রা দেহকে পবিত্র মনে করত। তারা বিশ্বাস করত মানবদেহ দেবতাদের দান; তাই তা আচ্ছাদন করা সম্মানের অংশ।

এছাড়াও, মরুভূমির প্রচণ্ড রোদ থেকে ত্বক বাঁচাতে সাদা লিনেনের ঢিলেঢালা পোশাক ব্যবহার করা হতো। কার পোশাক কত লম্বা, কত পরিমিত, তা দিয়ে সামাজিক মর্যাদা বোঝা যেত। এমনকি ফেরাউনের (রাজার) দরবারে নারীদের মাথা ও চুল ঢেকে রাখা ছিল একটি শালীনতার নিয়ম।

২. মেসোপটেমীয় সভ্যতা (Sumer, Akkad, Babylon, Assyria)

প্রাচীন সুমেরীয়রা পশমের তৈরি স্কার্ট পরতেন যা পুরো শরীর ঢেকে দিত। নারী-পুরুষ উভয়েই লম্বা চাদর বা শাল ব্যবহার করতেন।

ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় যুগে "ফ্রিঞ্জড গাউন" ছিল বেশ জনপ্রিয়—এটি পূর্ণ দেহ আচ্ছাদন করত। হাম্মুরাবির আইনসংহিতায় নারীদের শালীন পোশাক ও মাথা ঢাকার উল্লেখ রয়েছে। মন্দিরের পুরোহিতারা বিশেষ ধর্মীয় পর্দা-ধর্মী পোশাক পরতেন।

উচ্চবিত্ত নারীদের মাথা ও শরীর আংশিক ঢেকে রাখতে হতো; কেবল দাসী ও নগরবধূদের জন্য কিছু ব্যতিক্রম ছিল।

৩. সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization)

তুলা ছিল পৃথিবীর প্রথম ব্যবহৃত কাপড়ের একটি, যা সিন্ধু সভ্যতাই প্রচলন করে। পুরুষেরা কোমরবন্ধ এবং শাল পরতেন। নারীরা লম্বা চাদর বা শাড়ির মতো আচ্ছাদন ব্যবহার করতেন। ভদ্রতা ও শালীনতার চিহ্ন হিসেবে শরীর ঢেকে রাখা ছিল প্রচলিত।

গরম আবহাওয়ায় ঢিলেঢালা কাপড় সবচেয়ে কার্যকর ছিল। তাদের বিভিন্ন মূর্তিতে দেখা যায় নারীদের পর্দার মতো মাথা ঢেকে থাকার চিহ্ন। মহিলা শালীনতার প্রমাণ অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক মূর্তিতে নারীরা গহনার পাশাপাশি মাথা ও কাঁধ আচ্ছাদিত রেখেছেন।

৪. চীনা সভ্যতা (Ancient China)

চীনে "ই-শাং" নামে পরিচিত অলঙ্কৃত, শালীন পোশাক পরা হতো। রাজপরিবারের নারীরা মাথা, ঘাড়, কাঁধসহ বেশিরভাগ অংশ ঢেকে রাখতেন।

পরে "হানফু" ও "কি-পাও" আসলেও প্রাচীন যুগে পুরো শরীর ঢেকে রাখাই ছিল মূল নিয়ম। কনফুসীয় নীতি: নারী-পুরুষের সম্পর্ক, লজ্জাশীলতা, শালীনতা—এ সবই কঠোরভাবে পালন করা হতো। পোশাক দিয়ে সমাজে মর্যাদা নির্ধারণ করা হতো। দাওবাদ ও কনফুসীয় ধর্ম শরীর আচ্ছাদনকে নৈতিকতার অংশ বলে মনে করত।

৫. গ্রিক সভ্যতা (Ancient Greece)

গ্রিক নারীরা "পেপলস" ও "হিমেশন" নামক লম্বা চাদর ব্যবহার করতেন, যা পুরো শরীর ঢেকে রাখত। বাইরের সমাজে নারীরা মাথা ও চুল ঢেকে রাখতেন। পুরুষেরা চাদরের মতো "হিমেশন" ব্যবহার করতেন যা দেহের অধিকাংশ অংশ ঢেকে দিত।

গ্রিক দার্শনিকরা (সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল) শালীনতাকে উচ্চ গুণ হিসেবে দেখতেন। নারীরা বাইরে গেলে আংশিক পর্দা ব্যবহার করতেন—বিশেষ করে উচ্চবিত্ত পরিবারে। দেবীর মন্দিরে প্রবেশের সময় আচ্ছাদন বাধ্যতামূলক ছিল।

বিভিন্ন ধর্মে পর্দা ও পোশাকের বিধান

ইসলাম ছাড়াও, অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মেও শালীনতা, আচ্ছাদন, পর্দা এসবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে আসা ধর্মীয় অনুশাসনগুলোই প্রমাণ করে যে পোশাকহীনতা নয়, পর্দাই মানব সভ্যতার যৌথ মূল্যবোধ। এই অংশে আমরা ইসলাম ব্যাতিত বিভিন্ন ধর্মে পর্দা ও শালীনতার বিধান বিস্তারিত তুলে ধরবো।

১. খ্রিস্টধর্ম (Christianity)

খ্রিস্টধর্মে পর্দার ধারণা অত্যন্ত শক্তিশালী, বিশেষত পুরনো যুগে।

বাইবেলের নির্দেশে ১ করিন্থীয় ১১:৫-৬/1 Corinthians 11:5-6-এ আছে:

"But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head"

"প্রতিটি নারী যে প্রার্থনা করে বা ভবিষ্যদ্বাণী করে নিজ মাথা না ঢেকে, সে নিজের মাথা অসম্মান করে..."

এখানে, নারীদের মাথা ঢেকে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। চিঠি ও উপদেশে শালীন, সংযত পোশাক পরার নির্দেশ পাওয়া যায়।

১ তীমথিয় ২:৯/1 Timothy 2:9-এ বলা আছে,

"Women should dress modestly, with decency and propriety."

"নারীগণ সশ্রদ্ধ ও সচ্চরিত্রভাবে সুশৃঙ্খল পোশাক পরিধান করবে..."
প্রাচীন খ্রিস্টান নারীরা মাথায় ওড়না (veil) পরতেন। ইউরোপের মধ্যযুগে খ্রিস্টান সমাজে নারীদের বাইরে গেলে মাথা ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক ছিল। অনেক চার্চে এখনও প্রার্থনার সময় মাথা ঢেকে রাখার রীতি আছে।

আধুনিক কালের ক্যাথলিক নানদেরও হিজাবের ন্যায় স্থায়ী হেডকভার পরতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে, খ্রিস্টধর্মে পর্দা শালীনতা ও পবিত্রতার প্রতীক।

২. ইহুদি ধর্ম (Judaism)

ইহুদিধর্ম পর্দার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর। তাদের বর্তমান তাওরাতে আছে,
"নারীরা পুরুষের পোশাক পরিধান করবে না এবং পুরুষরা নারীর পোশাক পরিধান করবে না..." (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৫)

ইসলামের ন্যায় ই, ইহুদি ধর্মেও নারী পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও, হালাখা (Jewish Law) বিবাহিত নারীদের জন্য মাথা ঢেকে রাখা (Tzniut – শালীনতার বিধান) বাধ্যতামূলক করেছে। এই ধর্মে শরীরের এমন অংশ ঢেকেই থাকতে হবে যা সাধারণত 'পবিত্রতা'র বিপরীত হিসেবে বিবেচিত। অর্থডক্স ইহুদিদের মধ্যে অনেক ইহুদি নারী উইগ (Sheitel) পরেন—চুল না দেখানোর জন্য।

লম্বা হাতা, ঢিলেঢালা পোশাক, গলা-ঢাকা জামা—সবই বিধানের অংশ। এমনকি পুরুষের জন্যও প্রার্থনার সময় মাথা ঢাকা ও বিশেষ শাল পরার নিয়ম আছে।

৩. হিন্দুধর্ম

হিন্দুধর্মেও শালীনতার ধারণা বিদ্যমান। ভারতের নারীদের পরিধেয় শাড়ি, ওড়না, পল্লু, এ সবই আচ্ছাদনের প্রতীক। অধিকাংশ অঞ্চলে নারীরা মাথায় পল্লু টানতেন (বিশেষত বিয়ের পর)।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মনুস্মৃতি ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে নারীর শালীন আচরণ, সংযম, ও শরীর ঢেকে রাখক সম্পর্কে বহু নির্দেশ রয়েছে। হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশের সময় সংযত ও ঢেকে রাখা পোশাক বাধ্যতামূলক। উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে ঘোমটা (veiling) এখনো প্রচলিত। এছাড়াও, দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘ শাল আচ্ছাদনের প্রথা ছিল।

৪. বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মে শালীনতা 'শীল'-এর একটি অংশ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা (সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা) ঢিলেঢালা, সাদামাটা, শরীর ঢেকে রাখা পোশাক পরেন। অতি আকর্ষণীয় বা দৃষ্টিগ্রাহ্য পোশাক পরা তাদের জন্য নিষেধ। সাধারণ বৌদ্ধ লোকচরিত্রের জন্য সংযম ও শালীনতা বৌদ্ধ নীতির অংশ। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য ঢেকে রাখা ও পরিমিত পোশাককে উৎসাহ দেওয়া হয়।

পর্দা এবং নারীর মর্যাদা বিষয়ে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্নতা

পশ্চিমা সভ্যতায় নারীর পর্দা ও শালীন পোশাক দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের বিষয়। পশ্চিমা মিডিয়ায় পর্দাকে নারীর দমন, স্বাধীনতা–হরণ বা ধর্মীয় অনুশাসনের চরম নিপীড়ন হিসেবে দেখানোর জন্য সেক্যুলার ও নাস্তিক সমাজ বেশ কিছু মনগড়া যুক্তি এবং মতবাদ উপস্থাপন করে। পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির এই সংকীর্ণতা বোঝার জন্য আমরা এরূপ কয়েকটি প্রচলিত ভুল মতবাদের বিপক্ষে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান, ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং যুক্তিনির্ভর খন্ডন করবো।

১. 'আমার শরীর, আমার পোশাক' — ইসলাম কি বলে?

পশ্চিমা নারীবাদের মূল স্লোগান—

"My body, my choice."

এই স্লোগানটি আধুনিক ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারীবাদী আন্দোলনের একটি জনপ্রিয় প্রতীক। এই ধারণা বলে মানুষ তার শরীর নিয়ে ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণে মানুষের মালিকানা স্বাধীন হলেও দেহের মালিকানা সীমাহীন নয়।

আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰـرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ .

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَا رٍ مَّكِيْنٍ .

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰـرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

"আর নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ স্থানে (জরায়ু) রেখেছি। তারপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি; পরে জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, অতঃপর মাংসপিন্ডকে পরিণত করি হাড্ডিতে, অতঃপর হাড্ডিকে আবৃত করি মাংস দিয়ে, অতঃপর তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে উন্নীত করি। কাজেই সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান!" - (সূরা আল-মুমিনুন আয়াত ২৩:১২-১৪)

এই আয়াতগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে মানুষের শরীরের মালিকানা মূলত আল্লাহর। আমরা শুধুই তাঁর প্রতিনিধি (খলীফা)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

"তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে; তোমার চোখেরও তোমার উপর হক আছে" - (সহীহ বুখারী, ৫১৯৯)

এই হাদীসটি স্পষ্ট করে যে শরীর শুধু আমাদের ইচ্ছার অধীন নয়, বরং এর উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে।

নববীর "রিয়াদুস সালিহীন"-এ বর্ণিত:

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ হলো তার শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচানো।"

মূলত, আমাদের দেহ আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া আমানত। এটি অপব্যবহারের অধিকার কারো নেই। কিয়ামতের দিন শরীর সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। তাই, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই ইসলামী নীতির ভিত্তি।

বাস্তবে দেখা যায়, ফ্যাশন, সিনেমা, ইত্যাদি ইন্ড্রাস্ট্রি নারীর শরীরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ 'আমার শরীর, আমার ইচ্ছা' স্লোগানের আড়ালে নারীর দেহকে পণ্য বানানোর চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিনাদের 'আমার শরীর, আমার পোশাক' - এই স্লোগানের উত্তর ইসলাম দেয়:

'আমার শরীর, আল্লাহর আমানত - আমার পছন্দ, আল্লাহর সীমার মধ্যে'

এটিই ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তবসম্মত এবং পবিত্র আসমানি আদেশ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানুষের স্বাধীনতা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে।

২. 'মনের পর্দাই বড় পর্দা' - সেক্যুলার প্রোপাগাণ্ডার জবাব

সেক্যুলার প্রচারণার সাধারণ যুক্তি:

"মনের পর্দা থাকলেই হয়, বাইরের কাপড়ের পর্দার দরকার নেই।"

এই বক্তব্যটি আংশিক সত্যকে পূর্ণ সত্য হিসেবে উপস্থাপনের একটি কৌশল মাত্র। ইসলামের পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উভয় পর্দাকেই অপরিহার্য মনে করে। সূরা আন-নূর এর ৩০-৩১ নং আয়াতের তাফসীর ইবনে কাসীর অনুযায়ী ব্যাখা হলো, এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে দৃষ্টির পর্দা (অভ্যন্তরীণ) এবং পরে শারীরিক পর্দা (বাহ্যিক) - উভয়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْاِ ثْمَ وَا لْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَ نْ تُشْرِكُوْا بِا للّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"বল, 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায়, বিরোধিতা, আল্লাহর অংশীদার স্থির করা যে ব্যাপারে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি, আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।" - (সূরা আল-আরাফ, ৭:৩৩)

তাফসীর আত-তাবারীর ব্যাখায়, এই আয়াত প্রমাণ করে আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য উভয় প্রকারের অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন।

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ، كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

তিনি বলেন; মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সঙ্গে ফজরের জামা'আতে হাযির হতেন। অতঃপর সালাত আদায় করে তারা

নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারতো না। - (সহিহ বুখারী, ৫৭৮)

ড. আবদুল করিম জাইদানের "আল-মুফাসসাল ফি আহকামিল মারআ" গ্রন্থে এই যুক্তির খন্ডন করে তিনি বলেন,

"বাহ্যিক পর্দা ছাড়া শুধু mental purity-র দাবি করা সেই ব্যক্তির মতো যে বলে 'আমার হৃদয় পরিষ্কার, তাই নামাজ পড়ার প্রয়োজন নেই'।"

এছাড়াও, পশ্চিমাদের গবেষণার অন্যতম বিষয় মনোবিজ্ঞানেও প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষ দৃশ্যমান উদ্দীপনায় প্রভাবিত হয় (Visual Stimulus Theory)। অর্থাৎ শালীনতা যত বেশি দৃশ্যমান, সমাজে অশ্লীলতা তত কম।

সুতরাং, 'মনের পর্দাই বড় পর্দা' - এই বক্তব্য আংশিক সত্যকে পূর্ণ সত্য হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা হলো, মনের পর্দা এবং বাহ্যিক পর্দা, উভয়ই অপরিহার্য। একটির জন্য অন্যটি বাতিল হয়ে যায় না, বরং উভয়ই পরস্পরের পরিপূরক।

৩. 'পর্দা প্রথা শুধুই আরব সংস্কৃতি' — বাস্তব নাকি ভিত্তিহীন দাবি?

পর্দা প্রথাকে অনেকেই আরব সংস্কৃতি বলে দাবি করেন, কিন্তু কুরআন, হাদীস ও ঐতিহাসিক দলিল এ দাবিকে সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রমাণিত করে। পশ্চিমাদের এই ব্যাপক প্রচলিত দাবিতে বলা হয়:

"পর্দা ইসলামি বিধান নয়, আরব সমাজের কাস্টম (রীতি)।"

অথচ আল কুরআনের পর্দার আয়াতগুলোর ব্যাখা হতে আমরা বুঝতে পারি পর্দা নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার জন্য একটি সার্বজনীন বিধান। এটি বিশেষভাবে আরব নারীদের জন্য নয়, বরং সমস্ত মুমিন নারীদের জন্য।

এছাড়াও, সীরাতে আমরা দেখতে পাই, যেসব নারীরা মক্কা-মদীনার বাইরে থেকে এসে রাসুল (সা.) এর কাছে বাইয়্যাত গ্রহণ করতেন, তাদের জন্য ও পর্দার বিধান একই ছিল।

পূর্বে উল্লেখিত আর রাহিকুল মাখতূম বইয়ে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম-পূর্ব সময়ে আরবে সাধারণ নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিলো না বললেই চলে। নারী পুরুষ একসাথেই তাওয়াফ করতো পর্দা ছাড়া এবং কিছু শ্রেণিতে নগ্নতা ছিলো সাধারণ বিষয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর "আল-হিদায়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "পর্দার বিধান শুধুআরব নারীদের জন্য নয়, বরং সমস্ত মুসলিম নারীদের জন্য প্রযোজ্য, তাদের জাতি, বর্ণ, ইত্যাদি অবস্থান যাই হোক না কেন।" ড. ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর "আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম"-এ উল্লেখ করেছেন: "পর্দাকে যদি আরব সংস্কৃতি বলা হয়, তাহলে নামাজ, রোজা, যাকাতকেও কি আরব রীতি বলা হবে? এটি একটি মৌলিক ভুল ধারণা।"

সুতরাং, পর্দা প্রথাকে আরব সংস্কৃতি বলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ঐতিহাসিক, কুরআনি ও বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। এটি ইসলামের একটি মৌলিক ও সার্বজনীন বিধান, যা আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবতার জন্য প্রেরণ করেছেন।

৪. পুরুষের চোখের পর্দা কি নারীর পর্দার প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে দেয়?

কিছু পশ্চিমা মনীষী ও সেক্যুলার কর্মী বলেন—

"পুরুষের চোখ নামাতে বললেই তো হয়! নারীর পর্দার দরকার কী?"

এই প্রশ্নটি পর্দা সম্পর্কে ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি না বুঝে উঠে আসা একটি সাধারণ ভুল ধারণা। ইসলামী বিধান কখনই একের দায়িত্ব অপরের উপর চাপায় না। আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা যেভাবে যার জন্য এসেছে, তা সেভাবেই পালন করা আবশ্যক।

সূরা আন-নূরের আয়াত ৩০-৩১-এ আল্লাহ প্রথমে যেমন পুরুষকে দৃষ্টি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন, একইভাবে নারীদের ও দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে এবং একের দায়িত্ব অপরের দায়িত্ব বাতিল করে না।

পশ্চিমাদের এই দাবী কতটা অযৌক্তিক তা প্রমাণ করতে একটি হাদিস ই যথেষ্ট:

উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " احْتَجِبَا مِنْهُ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً

তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ছিলাম এবং তাঁর নিকট মাইমূনাহ (রাঃ)-ও ছিলেন। এ সময় ইবনু উম্মু মাক্‌তূম (রাঃ) (অন্ধ সাহাবী) এলেন। ঘটনাটি আমাদের উপর পর্দার হুকুম নাযিলের পরের। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা তার থেকে আড়ালে চলে যাও।

আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদের দেখতে ও চিনতে পারছে না। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যদিও সে অন্ধ কিন্তু তোমরা উভয়ে কি তাকে দেখছো না?ইমাম আবু দাঊদ (রহঃ) বলেন, এ বিধান নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট... - (সুনানে আবু দাউদ, ৪১১২)

এই হাদিসে স্পষ্ট দেখা যায়, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) অন্ধ ছিলেন, তবুও তার সামনে পর্দার নির্দেশ ছিল। এছাড়াও, আয়িশা (রা.) এর সীরাতে আমরা দেখি, তাঁর ঘরে যখন প্রথমে আল্লাহর রাসুল (সা.) এবং পরে তাঁর পিতা আবু বকর (রা.)-কে কবরস্থ করা হয়, তখন তিনি পর্দা করতেন না।

কিন্তু, এরপর অই স্থানে উমার (রা.)-কেও কবর দেওয়া হলে, তিনি নন-মাহরাম হওয়ার কারণে, আয়িশাহ (রা.) পর্দা করা শুরু করেন। আমাদের উম্মুল মুমিনীন ও নারী সাহাবাগণ

যখন মৃত ও অন্ধ মানুষের সামনেও পর্দা করতেন, তখন আমাদের নারীদের অবশ্যই নন-মাহরামদের সামনে পর্দা করতে হবে, যদিও তারা দৃষ্টি হেফাজত করে থাকেন।

ইমাম আন-নাওয়াওয়ীর "আল-মাজমু" কিতাবে আছে: "পুরুষের জন্য দৃষ্টি সংযত করা ফরজ এবং নারীর জন্য পর্দা করা ফরজ। একের ফরজিত্ব অপরের ফরজিত্ব বাতিল করে না।" এছাড়াও, আমরা জানি ইসলামে প্রত্যেকে নিজের দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করবে। অন্য কেউ তার দায়িত্ব পালন করলো কিনা, তার উপর ভিত্তি করে আমাদের শাস্তি বা পুরষ্কার কম হয়ে যায় না।

সুতরাং, পুরুষের চোখের পর্দা নারীর পর্দার প্রয়োজনীয়তা কখনই বাতিল করে না। বরং ইসলামের শিক্ষা হলো, 'পুরুষের দৃষ্টি সংযত করা + নারীর পর্দা = পরিপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা'

এটি একটি সম্পুর্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা যেখানে প্রত্যেকে তার দায়িত্ব পালন করে। যেমন একটি বাড়ির নিরাপত্তার জন্য যেমন নিরাপত্তা প্রহরীর প্রয়োজন, তেমনই একটি তালাও প্রয়োজন, উভয়ই একসাথে কাজ করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৫. পোশাকহীনতা কি প্রগতির প্রতীক?

পশ্চিমা চিন্তায় একটি ভুল ধারা—

“যত কম পোশাক, তত বেশি স্বাধীনতা, তত বেশি অগ্রগতি।”

আধুনিক যুগে পোশাকহীনতাকে প্রগতি ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে চালানো হচ্ছে। ইসলাম ও বাস্তবতা উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি প্রাচীন চীন, রোম, গ্রিস, ইসলামী খিলাফতের স্বর্ণযুগ, ইত্যাদি সব উন্নত সভ্যতাতেই শালীনতা প্রচলিত ছিল। লজ্জাশীলতা ছিল সভ্যতার মানদণ্ড।

পশ্চিমাদের ই বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, অতিরিক্ত শরীর প্রদর্শন নারীদের মধ্যে আত্মসম্মান হ্রাস, মানসিক চাপ বৃদ্ধি, নিজের শরীর নিয়ে অসন্তোষ, ইত্যাদি খারাপ মানসিকতা বাড়িয়ে দেয়। এগুলো অগ্রগতি নয়, বরং মানসিক পশ্চাদপদতা।

হাদিসে আছে:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“জাহান্নামিদের দুটি দল রয়েছে, যাদের আমি এখনো দেখিনি - একদল লোক, যাদের হাতে গাভীর লেজের মতো চাবুক থাকবে; তারা তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে (জুলুম করবে)।আরেকদল নারী—পোশাক পরেও নগ্ন, (যারা) অন্যকে আকৃষ্টকারী এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হয়,

যাদের মাথা বুখতি উটের কুঁজের মতো (উঁচু বানানো) হবে। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুবাসও পাবে না, যদিও জান্নাতের সুবাস বহু দূর থেকেও পাওয়া যায়।"
— (সহীহ মুসলিম, হাদিস ২১২৮; মুসনাদে আহমাদ, ৮৬৬৫)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যারা পর্দাহীন, এমনকি পোশাক পরেও পর্দাহীন, তারা মূলত জাহান্নামি। আমরা কোনভাবেই জাহান্নামে যাওয়ার উপকরণ পর্দাহীনতাকে প্রগতি বলে দাবি করতে পারিনা।

ইমাম আল-গাজালীর "ইহইয়া উলুমিদ্দীন" কিতাবে আছে: "মানুষকে আল্লাহ অন্যান্য সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন। এই মর্যাদার একটি দিক হলো লজ্জা ও শালীনতা, যা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে।"

ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর "আল-হালাল ওয়াল হারাম" কিতাবে আছে: "পোশাকহীনতা মানুষকে পশুস্তরে নামিয়ে আনার একটি চক্রান্ত। ইসলাম মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।"

ইসলাম কখনোই পর্দাহীনতাকে প্রগতির প্রতীক হিসেবে স্বীকার করেনা, এছাড়াও, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, নগ্নতা যৌনবাহিত রোগের পরিমাণ আশংকাজনক হারে বাড়ায়, ডিভোর্সের হার বৃদ্ধি করে, এবং নারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। পর্দাহীনতা যেখানে ব্যাক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সামগ্রিক ধ্বংসের কারণ, সেখানে একে কোনভাবেই প্রগতি বলা যায় না।

সুতরাং, পোশাকহীনতা প্রগতির প্রতীক নয়; বরং এটি সভ্যতার জন্য একটি ভয়ঙ্কর প্রতারণা। প্রকৃত প্রগতি হলো নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, এবং আত্মিক উন্নতি। ইসলাম এই ভারসাম্যপূর্ণ প্রগতির রূপরেখা প্রদান করে, যেখানে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সব দিকের উন্নতি নিশ্চিত হয়।

পোশাকহীনতা মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। এই কারণেই ইসলামী সভ্যতা যখন তার চূড়ায় ছিল, তখন তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও শালীনতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল - যা সত্যিকারের প্রগতির প্রকৃত উদাহরণ।

কেন বর্তমানের মুসলিম নারীরাও পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক মনে করে?

দুঃখজনকভাবে, আধুনিক সময়ে অনেক মুসলিম নারীও পর্দাকে "চাপিয়ে দেওয়া রীতি" বা "নিপীড়নের প্রতীক" হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের প্রোপাগাণ্ডা, মিডিয়ার নিয়ন্ত্রিত বয়ান, সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মুসলিম সমাজে দুর্বল দাওয়াত ও ইসলামী শিক্ষার অভাব। নিম্নে মুসলিম নারীদের এরূপ মনোভাবের সম্ভাব্য কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

১. যুগ যুগ ধরে চলে আসা পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডা ও ওরিয়েন্টালিজম

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইউরোপীয় শক্তিগুলো মুসলিম সমাজকে "অসভ্য" ও "বর্বর" প্রমাণ করতে নারীদের অবস্থানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা পর্দাকে নারীর অধঃপতন ও সমাজের পশ্চাদপদতার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করে।

পশ্চিমা সাহিত্য, শিল্প ও মিডিয়ায় মুসলিম নারীকে নিষ্ক্রিয়, রহস্যময় ও পুরুষের মালিকানাধীন প্রাণী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে, নগ্নতাকে মুক্তির উপায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। ফরাসি উপনিবেশে আলজেরিয়ান নারীদের হিজাব খুলে "মুক্ত" করার অনুষ্ঠান ছিল রাজনৈতিক অস্ত্র। এই বয়ান কখনোই থামেনি—বরং গ্লোবাল মিডিয়া ও একাডেমিয়া তা আরও বিস্তৃত করেছে।

হলিউড, মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে হিজাবি বা পর্দাসম্পন্ন নারীকে প্রায়শই দেখানো হয় গৃহবন্দী, অসহায়, নির্যাতিত, বা অশিক্ষিত হিসেবে। অন্যদিকে হিজাব ছেড়ে দেওয়া নারীকে দেখানো হয় স্বাধীন, আধুনিক, অগ্রসর হিসেবে। এই ধারাবাহিক উপস্থাপন বহু মুসলিম নারীর মনোভাব ও মানসিকতা বদলে দিয়েছে।

এছাড়াও, কিছু পশ্চিমা এনজিও মুসলিম নারীদের "হিজাব থেকে মুক্ত করা"কে মানবাধিকার হিসেবে তুলে ধরে। ফলে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, "হিজাব মানে oppression, আর হিজাবহীনতা মানে freedom." দীর্ঘদিন ধরে চালানো এই প্রোপাগাণ্ডা মুসলিম নারীদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

২. মুসলিম নারীদের মধ্যে ফেমিনিজমের প্রসার

প্রচলিত (পশ্চিমা) নারীবাদের মূল স্লোগান হল "নারীদেহই নারীর ক্ষমতা" এবং "দেহের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ"। অনেক মুসলিম নারী এমন ফেমিনিস্ট টার্মগুলোকে

অন্ধভাবে গ্রহণ করেন। এই মতাদর্শ ধর্মীয় দায়িত্বকে দেখে "বাঁধা" হিসেবে, আর তা স্বাভাবিকভাবেই পর্দা বিরোধী মানসিকতা তৈরি করে। পশ্চিমা ধাঁচের এই নারীবাদের প্রভাব মুসলিম নারীদের একটি অংশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

এর বিপরীতে, ইসলামি পর্দার দর্শন হল, "নারীদেহই নারীর ক্ষমতা নয়, বরং তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মই তার আসল ক্ষমতা"। তাই পর্দা এই দর্শনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক বলে অনেকেই একে নারীবিরোধী ভাবেন।

মুসলিম সমাজে ইসলামের গভীর জ্ঞান না থাকায় যখন ফেমিনিস্ট তত্ত্ব আসে। অনেক নারীই মনে করেন পর্দা মানে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, নারীকে পিছিয়ে রাখা, এবং স্বাধীনতাহীনতা। অথচ ইসলামিক দৃষ্টিতে পর্দা হলো সম্মান, নিরাপত্তা, ঈমান রক্ষার মাধ্যম, এবং সামাজিক শালীনতার ভিত্তি। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সংঘর্ষে মুসলিম নারীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

এছাড়াও, অনেকেই ইসলামের নিজস্ব নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি (যা পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিদ্যমান) সম্পর্কে অজ্ঞ। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান দিয়েছে, যেমন: জ্ঞানার্জনের অধিকার, সম্পদের মালিকানা, নিজের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার অধিকার ইত্যাদি না জানার কারণে তারা ইসলামের বিধানগুলোকে পশ্চিমা চশমা দিয়েই বিচার করেন।

ফলে, যেখানে আগে মুসলিম মেয়েদের রোল মডেল হতো ফাতিমা (রা.), আয়েশা (রা.), এবং জয়নাব (রা.)- এর মত পবিত্র নারী সাহাবাগণ, এখন তাদের রোল মডেল ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার, পপ স্টার, অভিনেত্রী, বা মডার্ন ফেমিনিস্ট। এটিও পর্দা সম্পর্কে মুসলিম নারীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির একটি মূল কারণ।

৩. ইসলামিক ইমারতের অভাব এবং সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রভাব

বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম দেশই সেক্যুলার কিংবা আধা-সেক্যুলার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। তাই, বেশিরভাগ মুসলিম দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাও পশ্চিমা ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা। ফলে, ছোটবেলা থেকেই মুসলিম মেয়েরা শিখে ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্মের চেয়ে রাষ্ট্র বড়, আধুনিকতায় ধর্মের কোন স্থান নেই, পর্দা হলো প্রাচীনকালের প্রথা, ইত্যাদি।

এভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকায় অনেক মুসলিম নারী পর্দার দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) সম্পর্কে জানেন না। তাদের কাছে পর্দা শুধু একটি প্রাচীন আইন বা সামাজিক রীতি মনে হয়।

এমনকি, বর্তমানে অনেক মুসলিম পরিবারেও প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অভাব দেখা যায়। কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা বোঝানো হয় না, বরং পর্দাকে শুধু চাপ হিসেবে দেখানো হয়। পর্দার ভুল ব্যাখায় শিশুর মনে প্রথম থেকেই পর্দা বাধ্যবাধকতা ধারণা জন্মায়।

অনেক সেক্যুলার রাষ্ট্রে পর্দাকে আরব মেয়াদহীন প্রথা বলা হয় এবং অফিস, স্কুলে নারীদের জন্য হিজাব নিষিদ্ধ করা থাকে।

ফলে, নারীদের মনে এটি অপরাধবোধ বা লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেক্যুলার রাষ্ট্র ও শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বস্তুবাদী দর্শনকে প্রমোট করে। এই পরিবেশে বেড়ে ওঠা একজন নারীর পক্ষে পর্দার মতো একটি স্পষ্ট ধর্মীয় বিধানকে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ

অনেক সমাজে পুরুষেরা পর্দার বিধানকে একতরফাভাবে শুধু নারীর উপর প্রয়োগ করেছেন এবং নিজেদের জন্য এর দায়িত্ব (নজর অবনত রাখা, সম্মান করা ইত্যাদি) পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতে পর্দা নারীর জন্য শৃঙ্খল এবং পুরুষের জন্য ছাড়পত্রে পরিণত হয়েছে। যা, অনেক নৈতিকভাবে দূর্বল নারীকেই পর্দা বিমুখ করেছে।

এছাড়াও, নারীর ব্যক্তিগত নিপীড়নের অভিজ্ঞতাও পর্দাহীনতার একটি কারণ। কোনো কোনো নারী হয়তো এমন পরিবারে বড় হয়েছেন যেখানে পর্দার নামে তাদের শিক্ষা, সুস্থ বিনোদন, বা হালালভাবে সামাজিক যোগাযোগে বাধা দেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে পর্দা শুধুমাত্র একটি কাপড় নয়, বরং স্বপ্নভঙ্গ ও দমনের স্মৃতির সাথে জড়িয়ে গেছে।

বর্তমানে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অমুসলিম প্রধান দেশে পর্দা পালন করতে গিয়ে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য বা হয়রানির শিকার হতে হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো অনেক নারীকে হতাশ করে এবং তারা পর্দার উপকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
সর্বোপরি, মুসলিম নারীরা পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক মনে করলে তা খারিজ করে দেওয়ার বিষয় নয়। তাদের এই অনুভূতির পেছনে ঐতিহাসিক প্রোপাগাণ্ডা, সামাজিক চাপ, রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি এবং ধর্মীয় জ্ঞানের স্বল্পতা—সবই দায়ী।
এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হল পর্দার প্রকৃত দর্শন, কুরআন-হাদিসে এর অবস্থান এবং এর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রজ্ঞা (হিকমাহ) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। এছাড়াও, যারা পর্দাকে নিপীড়ন মনে করেন, তাদের সাথে স্নেহ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা, তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করাও জরুরি।

উপসংহার

নিপিড়ন নয়, বরং পর্দার মূল উদ্দেশ্য হল আত্মসংযম, শালীনতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অথচ পশ্চিমারা হিজাবকে 'দমন', 'মধ্যযুগীয়', 'অস্বাভাবিক', ইত্যাদি বলে অপপ্রচার চালিয়ে মুসলিম মেয়েদের উপর মানসিক চাপ ও পরিচয় সংকট সৃষ্টি করেছে। পর্দা নিয়ে পশ্চিমা প্রচারণা শক্তিশালী হলেও, মুসলিমদের হাতে রয়েছে দাওয়াত, শিক্ষা, পরিবার, সঠিক সত্য ব্যাখ্যা, এবং মিডিয়া— এই পাঁচ ঢাল।
এই থিসিসে আমরা পশ্চিমাদের পর্দাবিদ্বেষের স্বরুপ উন্মুক্ত করেছি এবং তাদের নিজেদের সমাজেই যে নারীরা পর্দাহীন হয়ে লাঞ্চিত হচ্ছে তার প্রমাণ দিয়েছি। আল্লাহ আমাদের ইসলামবিরোধী সকল প্রোপাগাণ্ডার থেকে রক্ষা করুন এবং সঠিক পর্দা পালনে সাহায্য করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র

1. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
2. American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls. (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization

of Girls. Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved from h ttps://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf. (American Psychological Association) (https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf?utm_source=chatgpt.com

3. Al-Mutawa N, Schuilenberg SJ, Justine R, Kulsoom Taher S. Modesty, Objectification, and Disordered Eating Patterns: A Comparative Study between Veiled and Unveiled Muslim Women Residing in Kuwait. Med Princ Pract. 2019;28(1):41-47. doi: 10.1159/000495567. Epub 2018 Nov 19. PMID: 30453295; PMCID: PMC6558344.)
4. Habesha T, Aderaw Z, Lakew S. Assessment of exposure to sexually explicit materials and factors associated with exposure among preparatory school youths in Hawassa City, Southern Ethiopia: a cross-sectional institution based survey. Reprod Health. 2015 Sep 14;12:86. doi: 10.1186/s12978-015-0068-x. PMID: 26370668; PMCID: PMC4570461.
5. "Indecent Exposure Laws": https://www.findlaw.com/state/criminal-laws/indecent-exposure-laws-by-state.html
6. https://codelibrary.amlegal.com/codes/chicago/latest/chicago_il/0-0-0-2643944?utm_source=chatgpt.com
7. https://www.ox.ac.uk/news/2016-09-02-veil-worn-muslim-women-may-signal-they-are-integrating-more
8. Rape Statistics by Country 2025 https://share.google/FpHFUCOyF5tAO05X9
9. Statistics - National Sexual Violence Resource Center (NSVRC) https://share.google/odrQDUsBASYb8VXaC
10. Violence against women https://share.google/VXTubpYpDmtXrFWMD
11. নারীর নাফাকা ও পরিপোষণ : বিধান ও কল্যাণ (https://share.google/p2az4107jM4498iJS)
12. প্রিয়তমা, সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নব প্রকাশ, পৃষ্ঠা: ১০১-১০২, ১০১
13. ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০, ডা. শামসুল আরেফীন, সত্যায়ন প্রকাশন, পৃষ্ঠা ১৪৬, ১৩৮

14. Islamqa.info (https://share.google/p2az4107jM4498iJS)
15. Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & article: Zealot Microsoft Encarta 2007. 1993-2006, terrorism
16. Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & Idelogy
17. The Muslim veil: a symbol of terror? | Social Worlds in 100 Objects, Themes and Ideas | University of Leicester https://share.google/I26V6xYEbCIXngjAm
18. Terror(izing) the Muslim Veil https://share.google/EQE608FsQdx6rvs1x
19. School shootings in the US: Fast facts | CNN https://share.google/MbNkPu8gI9MOATXpG
20. The First University in the World: Al-Quarawiyine University https://share.google/pZwCwObt1vyD9uzPA
21. 2024 Campus Climate Report | CAIR California https://share.google/DsDzheQMJolqSDzgt
22. The 95% Muslim country that has banned the hijab | The Week https://share.google/TrWagtnpSufYTwCZ7
23. The French public overwhelmingly endorses a ban on full Islamic veils in public places, and majorities in other Western European nations surveyed would also welcome such a ban in their countries. In contrast, most Americans would oppose prohibiting Muslim women from wearing full veils in public. http://pewrsr.ch/rZ6ob0
24. Islamophobia | Meaning, History, & Portrayal of Muslims | Britannica https://share.google/dpuq8NYidr2H0YPWl
25. Alexander, Claire K., "The Motivations Behind Westerners' Obsession with the Islamic Veil" (2016). What All Americans Should Know About Women in the Muslim World. (https://cupola.gettysburg.edu/islamandwomen/1)
26. The War on Muslim Women's Bodies: A Critique of Western Feminism | Georgetown Immigration Law Journal | Georgetown Law (https://www.law.georgetown.edu/immigration-law-

journal/blog/the-war-on-muslim-womens-bodies-a-critique-of-western-feminism/)
27. Secularism and Religion | Oxford Research Encyclopedia of Politics https://share.google/I29Wxfm1NaZZrAZPI
28. The Portrayal of Muslim Women in Western Media - Advance https://share.google/7fUGdLqcezGKzu7xp
29. How feminism became capitalism's handmaiden - and how to reclaim it | Nancy Fraser | The Guardian https://share.google/AK8dCtWl48EYjM62T
30. https://cropink.com/beauty-industry-statistics
31. https://www.precedenceresearch.com/women-wear-market
32. https://share.google/YS3a8G4gQDQQUgZ6T
33. Building Moderate Muslim Networks | RAND https://share.google/gXEBplfIia4xRHdY2
34. Dress, body and self: research in the social psychology of dress | Fashion and Textiles | Full Text https://share.google/bAfmZ9iKCbGvpCR2F
35. 2023 Infidelity Statistics: The Ultimate Guide to Who Cheats More, Men or Women? - Haywood Hunt & Associates Inc. https://share.google/xp0vips18CEPMGbmz
36. A study on Work-Life Balance in Working Women https://share.google/ohxsx3SLhug6hFE3a
37. American Muslims' religious beliefs and practices https://share.google/z31eq11RyUe0DXFBD
38. Muslim Canadians increasingly proud of and attached to Canada, survey suggests | CBC News https://share.google/1E4JTr1onbQNQA7u2
39. https://share.google/KMQJaLxpgbilqIhow
40. New Report Finds Sustained Increase in Minors Sharing "Nude Selfies" Since 2019 - Thorn https://share.google/oJygt5RphcBnRYXRf
41. Pornography Consumption, Modality and Function in a Large Internet Sample - PubMed https://share.google/PFeNeyhQNVwUg6FKl

42. The Facts Behind the #metoo Movement - RALIANCE https://share.google/NU3cAGKOz96JfCDgc
43. Sexual Assault Reports in U.S. Military Reach Record High: Pentagon https://share.google/R8u7jf0ZgCMNNzNVo
44. Why are Sexual Assaults on College Campuses Treated Differently? | Avalon Healing https://share.google/9m4oPGd1wZcAR4hN3
45. Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? – Harvard Law and International Development Society https://share.google/teKq0dxltpAscZzBM
46. পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
47. আর রাহীকুল মাখতূম, আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.), তাওহীদ পাবলিকেশন্স